ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-168 ■ 27 March, 2025 ■ আগরতলা ২৭ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ১৩ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অধিবেশনের বাকি দিনগুলি বয়কট করল বামেরা

বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করেছেন অধ্যক্ষ ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। পবিত্র বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। আসলে বিধানসবাই অধ্যক্ষের হাতে গণতন্ত্র জবাই হচ্ছে। তাই চলতি বাজেট অধিবেশনের বাকি দিনগুলো বয়কট করলো সিপিআইএম। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তাঁর দাবি, বিজেপি সরকারের আমলে ত্রিপুরা বিধানসভায় গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে। আজকের দিনটি কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে থাকবে।

এদিন তিনি বলেন, যখন আমি সংসদে এমপি ছিলাম এমনকি ত্রিপুরা বিধানসভায় যখন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম এবং কংগ্রেস বিরোধী দলে ছিল, তখন বাজেট নিয়ে আলোচনার জন্য ন্যূনতম এক ঘন্টা বা তার বেশি সময় বরাদ্দ করা হত। কারণ বিরোধীরা সরকারের ভুলগুলি তুলে ধরত এবং পরামর্শ প্রদান করত। গত ২৪ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলেচনা শুরু করেছিলেন। আলোচনা রাখতে গিয়ে বর্তমান সরকারের মুষ্টিমেয়

লোক জনগণের অর্থ-সম্পদ লুটছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। কমিশন বা কাটমানির বাণিজ্য চালাচ্ছে এই মুষ্টিমেয় লোক বলেও আভিভিযোগ তুলেন তিনি। তখনই পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ অপমানজনক মন্ত্যব করতে থাকেন। পবিত্র বিধানসভায় জাত চিনিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলে অভিযোগ তাঁর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছেন তিনি। এবিষয়ে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিধানসভায় বললেন, দুইটি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অধ্যক্ষের দাবি, প্রথম পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ স্বাধিকার ভাঙ্গনের নোটিশ জমা দিয়েছেন। তাই দ্বিতীয় নোটিশ গ্রহণ না করে পরিষদীয় মন্ত্রীর উত্থাপিত স্বাধিকার ভাঙ্গনের নোটিশ গ্রহণ করেছেন। এদিকে বিরোধী দলনেতার দাবি, তিনি পরিষদীয় মন্ত্রীর আগেই নোটিশ জমা দিয়েছেন। আসলে, নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে পবিত্র বিধানসভার গড়িমাকে নষ্ট করেছেন অধ্যক্ষ। এদিন তিনি আরো বলেন, বিজেপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

বিগত ৫টি অর্থ বছরে মোট ৪,৬৫৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। ছাত্রছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। বিগত ৫টি আর্থিক বছরে রাজ্যে স্নাতক ও অস্নাতক শিক্ষক পদে এখন পর্যন্ত মোট ৪,৬৫৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে।

বুধবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে এই তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, ২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর থেকে রাজ্যে নিপুন মিশন চালু হয়। তারপর থেকেই নিপুন মিশনের অন্তর্ভুক্ত প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসকল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে - নিপুন ত্রিপুরা মিশনের অধীনে ১০,১৮২ জন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে "ফাউন্ডেশন্যাল লিটারেসি এন্ড নিউমেরেসি" শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে বিদ্যালয়গুলিতে কার্যক্রম ভিত্তিক পাঠদান শুরু হয়েছে।

ডাঃ সাহা জানান, রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে নিপুন ত্রিপুরা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত করে তুলতে ২০০ জন ব্লক রিসোর্স পার্সন এবং ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সনকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যে নিপুন মিশনের অধীন প্রতিটি বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষে নিপুন কর্নার নামক একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণ সমৃদ্ধ স্থান গড়ে তোলা হয়েছে। শিশুর প্রাক শৈশব কালীন যত্ন এবং শিক্ষা বিষয়ে এখন পর্যন্ত ২৬৪৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ ভিত্তিহীন ঃ মুখ্য সচেতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথার উপর ভিত্তি করে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিক সম্মেলনে ভুল তথ্য দিয়েছেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন বিধায়িকা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়িকা বলেন, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ তুলেছেন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করার অপবাদ তুলেছেন। পাশাপাশি বিধানসভায় গণতন্ত্র কে খুন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে বিধায়িকা বলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন যথেষ্ট মানবিক দৃষ্টিতে বিরোধী দলের সদস্যদের দেখে থাকেন। এমন অনেক বিষয় বিধানসভায় উঠে আসে যেগুলোতে অনুমতি প্রদান করা কষ্টকর হলেও অধ্যক্ষ অনুমতি দিয়ে দেন। সেখানে বিরোধী দল বলে তাদের কোনভাবে হেনস্থা করা হয় না। তাই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিরোধী দলনেতা যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অধিবেশনের বাকী দিনগুলিতে বিরোধীদের অংশ গ্রহণের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা আজ বিধানসভায় বিরোধী দলের সকল সদস্যদের বিধানসভার অবশিষ্ট দিনগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোন ধরণের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। তাই

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বিরোধীদের বিধানসভার অধিবেশনের দিনগুলিতে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

বিধানসভায় প্রধান বিরোধীদল না থাকা সরকারের জন্য লজ্জার ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল না থাকা সরকারের জন্য লজ্জার। বিরোধীদের বিধানসভা অধিবেশন বয়কট করা মানে সরকারের জন্য লজ্জা এবং গরিমা হারানো। আজ ত্রিপুরায় বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই কথা বলেন কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

প্রসঙ্গত, বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে স্পিকারের ভূমিকায় ক্ষিপ্ত হয়ে বিরোধী দল সিপিআইএম বিধানসভার বাকি দিনগুলো বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধ্যক্ষের প্রসঙ্গে সুদীপ রায় বর্মন আরো বলেন, বিধানসভায় আজকাল মন্ত্রী বিধায়করাই মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনছে না, যা এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করছে। তিনি সরকারের বর্তমান পরিস্থিতির উপরও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এদিকে, সিপিআইএম দলের এই বয়কটের পেছনে স্পিকারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে দলটি তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আইজিএম হাসপাতালে ভুয়ো ডাক্তার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে আইজিএম হাসপাতালে মিলল ভুয়ো ডাক্তারের অস্তিত্ব। আইজিএম হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা তাকে আজ হাতেনাতে আটক করেন। আটক ভুয়ো ডাক্তারের নাম সাগর দেবনাথ বলে জানা গেছে। গলায় স্টেথোস্কোপ সহ ডাক্তার সেজে ওই যুবক আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ঘুরাফেরা করছিল।

বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা জানান এর আগেও বেশ কয়েকদিন তাকে ডাক্তার সেজে ঘুরাফেরা করতে দেখা গেছে। এমনকি বেসরকারি নিরাপত্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবিতে পথ অবরোধ মিডি ডে মিল কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। খোয়াই বেলফাঙ এলাকায় ফের রাস্তায় বসে অবরোধ চালালেন স্কুলের মিড-ডে মিল কর্মীরা। তাদের দাবি, মিড-ডে মিলের কুক কাম হেল্পারদের বকেয়া বেতন দ্রুত প্রদান করা, ইচ্ছাকৃতভাবে মিড-ডে মিল কর্মীদের ছাটাই বন্ধ করা এবং নিয়মিত বেতন প্রদান করা।

অবরোধকারী মিড-ডে মিল কর্মীরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, তারা যে বেতন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় খাদ্যমন্ত্রী

কৃষকদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত সরকার ২ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিকটন ধান কিনেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করেছে এবং সহায়কমূল্য বাবদ কৃষকদের ৪৪৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকার ২০১৮ সাল থেকে কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে সরাসরি কৃষকদের থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বছরে দুটি (রবি ও খারিফ) মরশুমে নিয়মিতভাবে কৃষকদের থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। গত রবি মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ১৭ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে যতদিন বিজেপি সরকার থাকবে ততদিন কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা হবে। এতে কৃষকদের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে। তিনি জানান, চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে রবি মরশুমের আওতায় কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনা হবে।

৬০০ টি রেশনশপকে মডেল রেশনশপ করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রাজ্য সরকার রাজ্যে বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং ডিলারদের দ্বারা পরিচালিত ৬০০টি রেশনশপকে মডেল রেশনশপ হিসেবে পরিগণিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক নয়ন সরকার এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের দুটি পৃথক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থার অধীনে গ্রাহকদের পুরোনো কাগজের রেশন কার্ডের বদলে নতুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন ফুড ইন্সপেক্টর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। কালোবাজারি রোধ করতে নতুন খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ফুড ইন্সপেক্টরে ৫৭টি পদে মধ্যে বর্তমানে ২৯টি পদ পূরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (টিপিএসসি) মাধ্যমে আরও ১৫ জন প্রার্থীদের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্রমবর্ধমান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৭ জায়গায় গ্যাস এজেন্সি চালুর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রাজ্যে বর্তমানে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করার জন্য ৮৬টি এজেন্সি চালু রয়েছে। এরমধ্যে ৮১টি আইও.সি.এল, ৩টি এইচ.পি.সি.এল. এবং দুটি প্রাইভেট সংস্থার অধীনে রয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে আই.ও.সি.এল কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে রাজ্যে আরও ৭টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেন থেকে নিখোঁজ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রহস্যজনকভাবে ট্রেন থেকে উধাও এক সন্তানের জননী। ঘটনা গত ২১ মার্চ তেলিয়ামুড়া স্টেশনে। ঘটনার বিবরনে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও আজ পেঁচারথল থানার দ্বারস্থ হয়েছে নিখোঁজ গৃহবধূর পরিজনেরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পেঁচারথল থানাধীন মাছমারা লক্ষীপুরের বাসিন্দা প্রনজিৎ সরকারের স্ত্রী পিংকি মালাকার। পরিবারের সঙ্গে পিংকি গত ১৯ মার্চ ২০২৫ উদয়পুরে গেছিলেন। ২১ মার্চ ট্রেনে করে পেঁচারথল ফিরে আসছিলেন তারা। তখনই ট্রেন তেলিয়ামুড়া থামলে পিংকি শৌচালয়ে যায়। তারপর থেকে আর পিংকিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনার প্রায় ৫ দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো নিখোঁজ গৃহবধূ পিংকি। গৃহবধূকে খুঁজে পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা। হঠাৎ ট্রেন থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল এক সন্তানের জননী তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

নেশা সামগ্রী সহ আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মার্চ।। নেশা সামগ্রী সহ তিন যুবককে আটক করেছে এলাকাবাসী। রাজ্য সরকারের নেশা মুক্ত রাজ্য গড়ে তোলার উদ্যোগের মধ্যে, বুধবার উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির উত্তর পাড়ে তিন যুবককে সন্দেহ হওয়ায় এলাকাবাসী তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে, তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এলাকাবাসী বিষয়টি পুলিশকে জানালে রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৭ মার্চ,২০২৫ ইং
১৩ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ভাষা উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি

যেকোনো জাতির পরিচয় ঘটে ভাষার মধ্য দিয়ে। ভাষার বিকাশ ঘটানো যেকোনো জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের অন্যতম মূল চাবিকাঠি। মাতৃভাষা বা সাবলীল ভাষায় শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হোক। গৃহীত হোক বহুভাষিক শিক্ষানীতি। মানোন্নয়ন ঘটুক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে প্রতিটি শিশু, তাহাদের ভাষাগত পটভূমি নির্বিশেষে উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে।ভাষা' কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং জ্ঞান-বিকাশের মৌলিক অভিমুখও। বেশিরভাগ মানুষ যে-ভাষায় সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, তাহা
হইল, তাহার মাতৃভাষা। তবে, ক্রমবর্ধমান অভিবাসন এবং শরণার্থী সংকটে চলা বিশ্বে, বহুভাষিকতা, লক্ষ-লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রকাশিত 'ইউনেস্কো'-র 'গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং' (জেম) টিমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন— 'ল্যাঙ্গোয়েজ ম্যাটার: গ্লোবার গাইডেন্স অন মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন'-এর রিপোর্টে এই বিষয়টিকেই তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এটা খুবই উদ্বেগজনক বিষয় যে, বিশ্বব্যাপী ৪০ শতাংশ শিশু তাদের মাতৃভাষায় বা যে-ভাষায় তাহারা সাবলীল, তাহাতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় না। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর, যেখানে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত শিশু এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশ্বব্যাপী ২৫০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে তা প্রভাবিত করে। এই রিপোর্টে তুলিয়া ধরা হইয়াছে যে, ভাষাগত চ্যালেঞ্জের কারণে ৩ কোটি ১০ লক্ষরও বেশি তরুণ অভিবাসী শিক্ষার্থী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হয়। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিবার জন্য, এবং শিক্ষাগত সমতা বৃদ্ধির জন্য বহুভাষিক শিক্ষানীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর রিপোর্ট তৈরিতে জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষায় মাতৃভাষার ভূমিকাটি শুধুমাত্র আবেগের নয়। গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষার প্রাথমিক বছরগুলিতে শিশুকে তাহার মাতৃভাষায় শেখানো হইলে সে সবচেয়ে ভালভাবে শিখিতে পারে। এটি জ্ঞান-বিকাশকে সহজতর করিয়া, সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করিয়া, এবং শেখার প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হয়।
দুর্ভাগ্যবশত, 'জেম' রিপোর্ট উল্লেখ করিয়াছে, মাতৃভাষায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সীমিত রহিয়া গিয়াছে। এর কারণ শিক্ষকদের মধ্যে মাতৃভাষায় দক্ষতার অভাব, অপর্যাপ্ত শিক্ষাদানের উপকরণ এবং কিছু ক্ষেত্রে, সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিবন্ধকতা। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য বহুভাষিক শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। তাহার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, একাধিক ভাষায় শিক্ষাগত সম্পদের উন্নয়ন এবং সম্প্রদায়-সচেতনতা কর্মসূচির প্রয়োজন রহিয়াছে। জেম রিপোর্ট দেখাইয়াছে যে, ভাষাগত বাধা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই ব্যবধান গড়ে ১২ থেকে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়ায়েছে। এর জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজন। ভাষা কেবল শিক্ষার মাধ্যম নয়, বরং প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। মনে রাখিতে হ ইবে, মাতৃভাষা বা সাবলীল ভাষায় শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা কেবল শিক্ষাদানের প্রশ্ন নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের প্রশ্ন। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে প্রতিটি শিশু, তাহা তদের ভাষাগত পটভূমি নির্বিশেষে উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে।

ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী! ভারতীয় যুবককে চার বছরের জেলের নির্দেশ শ্রীলঙ্কার আদালতের

ভারতীয় নাগরিক হলেও দীর্ঘ দিন ধরে তিনি থাকেন শ্রীলঙ্কায়। সেখানেই ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ওই যুবক। ফলে তাঁকে চার বছরের জেলের সাজা শুনিয়েছে শ্রীলঙ্কার একটি আদালত। পাশাপাশি তাঁকে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম যোগী পটেল। দীর্ঘ দিন ধরে শ্রীলঙ্কায় ব্যবসার সূত্রে থাকতেন তিনি। ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে লেজেন্ডস লিগ টি২০ প্রতিযোগিতা হয়। সেই সময় তিনি ম্যাচ গড়াপেটার চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে আদালতে। সেই কারণে শ্রীলঙ্কার মাটালে শহরের একটি আদালত যোগীকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে।যোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক উপুল থরঙ্গা। তাঁর মাধ্যমে ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যোগী ম্যাচ গড়াপেটার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের পর গত বছর মার্চ মাসে যোগীকে গ্রেফতার করে আদালত। পরে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। তার পরেই শ্রীলঙ্কা ছেড়ে পালিয়ে যান যোগী। আদালতে যোগীর আইনজীবীরা জানান, প্রাণসংশয় ছিল যোগীর। তাই তিনি পালিয়েছেন। আদালত এই যুক্তি মানেনি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়, পটেলের বিরুদ্ধে যেন ইন্টারপোল পরোয়ানা জারি হয়। চাপে পড়ে আত্মসমর্পণ করেন যোগী। তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত।২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কায় ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি রুখতে কড়া আইন আনা হয়েছে। সেই আইন অনুযায়ী কেউ দোষী প্রমাণিত হলে সর্বাধিক ১০ বছরের জেল বা সর্বাধিক সাড়ে চার কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। এই ক্ষেত্রেও যোগীকে জরিমানা করা হয়েছে। তবে তার পরিমাণ কিছুটা কম। আড়াই কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে তাঁকে। পাশাপাশি সম্মানহানি করার জন্য থরঙ্গাকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হবে যোগীকে।

চেন্নাইয়ের কাছে হারতেই পরিকল্পনা বদল মুম্বইয়ের, শহর ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন হার্দিকেরা?

আরও এক বার হার দিয়ে আইপিএল শুরু হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। প্রথম ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পরবর্তী ম্যাচ গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের পাঁচ দিন আগে গুজরাত পৌঁছে গিয়েছেন হার্দিক পাণ্ড্যেরা। আগে সেখানে যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে।আগে ঠিক ছিল, চেন্নাই থেকে মুম্বই হয়ে গুজরাতে যাবেন হার্দিকেরা। কিন্তু চেন্নাইয়ের কাছে হারের পর সেই পরিকল্পনায় বদল হয়েছে। সোমবারই দল গুজরাতের জামনগরে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে দলের মালিক মুকেশ অম্বানীদের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। সেখানেই থাকবে দল।জানা গিয়েছে, গুজরাতের বিরুদ্ধে নামার আগে মুম্বইয়ের ক্রিকেটারেরা একে অপরের সঙ্গে আরও ভাল বোঝাপড়া করতে চাইছেন। সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ চলবে। এ বার দলে অনেক নতুন ক্রিকেটার রয়েছেন। ম্যানেজমেন্ট চাইছে, দ্রুত দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান তাঁরা। শনিবার গুজরাতের বিরুদ্ধে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে মুম্বই। তার পাঁচ দিন আগে গুজরাতে গিয়ে প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছে তারা।প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি দলের অধিনায়ক হার্দিক। এক ম্যাচে নির্বাসিত ছিলেন তিনি। হার্দিক না খেলায় দলের ভারসাম্যে সমস্যা হয়েছিল। গুজরাতের বিরুদ্ধে ফিরবেন হার্দিক। গুজরাত তাঁর পুরনো দল। এই দলকেই চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। ফলে এই লড়াইয়ের গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক।হার্দিক ফিরলেও এখনও জসপ্রীত বুমরাহ দলে ফিরতে পারবেন না। তাঁর পুরো সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। ফলে বুমরাহের অভাব দীপক চাহর, ট্রেন্ট বোল্টদের ভরাট করতে হবে। নজর থাকবে রোহিত শর্মার উপরেও। প্রথম ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। গুজরাতের বিরুদ্ধে রানে ফিরতে চাইবেন রোহিত।

বিকশিত রেল, বিকশিত ভারত 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস' থেকে 'বেস্ট ইন ক্লাস'

এম. জামশেদ

ভারতবর্ষের উন্নয়ন যজ্ঞে ভারতীয় রেল 'ব্যাঘ্র গর্জন-এর সমান। কিন্তু তার ভূমিকার তুলনায় ভারতের জনমানসে কম চর্চিত ও প্রচারিত হয়েছে। যদিও রেলের পরিকাঠামো নির্মাণের কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও পরিবহণ ব্যবস্থায় যোগাযোগ বৃদ্ধির জনকল্যাণমূলক নীতি দেশের উন্নয়নের সূচককে আরও ঊর্ধ্বমুখী করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত দশ বছরে অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল অবধি ভারতীয় রেলের যে উন্নয়নমূলক অগ্রগতি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে রেলের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল রেলওয়ে নেটওয়ার্ক হিসেবে ধরা যেতে পারে। এখন আলোচ্য বিষয় হল, ভারতবর্ষের রেলের এই রূপকথার কাহিনীটি অন্যান্য উচ্চকাঙ্ক্ষ দেশ ও অঞ্চলের ক্ষেত্রে কীভাবে একটি শিক্ষণীয় বা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে? এবিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ভারতীয় রেলের উন্নয়নের এই সোনালি যাত্রাপথের মূল চাবিকাঠি জনকল্যাণমুখী নীতি। অর্থাৎ ভারতের জন্য রেলের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হলেও, তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সমান্তরালভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং এটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অংশ। এক কথায়, রেলের পরিকল্পনা হয়েছে 'ভারতের জন্য এবং ভারতের সঙ্গে'।

রেলের এই উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল, দেশের রেল ব্যবস্থা একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও বিশ্বমানের করে গড়ে তোলা। পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন দেশের প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক শুধুমাত্র তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এই রেল পরিষেবা ব্যবহার করে থাকেন। একই সঙ্গে রেল ব্যবস্থা তা ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও দেশকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেও এগিয়ে চলেছে। সেজন্য ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অতীতে রেলকে নিয়ে মানুষের অনেক ন অভিযোগ ছিল। যেমন- ধীরগতি সম্পন্ন, আধুনিকীকরণের অভাব ও পরিকাঠামোগত ৪। সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হতে হয়েছে। তবে যাঁরা ভারতীয় রেল সম্পর্কে পুরনো ধারনায় আবদ্ধ হয়ে আছেন, তাঁরা আজও একই সমালোচনা করে থাকেন। যেমন- ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক মাত্র ৬৮ হাজার কিলোমিটার সম্প্রসারিত হয়েছে বলে অনেকের ধারনা। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, রেলের প্রকৃত পরিকাঠামো সম্প্রসারিত হয়েছে ট্র্যাক কিলোমিটারে। সেই ট্র্যাক কিলোমিটারে বর্তমানে রেলের সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক ১ লক্ষ ৩২ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। গত দশ বছরের তুলনামূলক বিশ্লেষণে রেলের প্রকৃত উন্নয়ন মাত্রার স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে। এই বিশ্লেষণে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দশ বছরে রেলের টট্র্যাক নির্মাণ হয়েছে ৩১ হাজার কিলোমিটার, অথচ ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মাত্র ১৪ হাজার ১০০ কিলোমিটার ট্র্যাক নির্মাণ হয়েছে। আগের দশ বছরে অর্থাৎ ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে রেলে পণ্য পরিবহণ হয়েছে মাত্র ৮৪৭ কোটি ৩ লক্ষ টন। আর পরের দশ বছরে অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালে রেলের মোট পণ্য পরিবহণ হয়েছে ১ হাজার ২৬৬ কোটি টন। তুলনামূলক এই বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিহরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেলের রাজস্ব আয়ও সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী দশকে যে আয় ছিল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা, গত দশ বছরে তা হয়েছে ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। গত দশ বছরে রেলের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। বিশেষ করে এই বৈদ্যুতিকীকরণের কাজে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। পূর্ববর্তী দশ বথরে (২০০৪-২০১৪) রেলের বিদ্যুতায়ন হয়েছিল মাত্র ৫ হাজার ১৮৮ কিলোমিটার। গত দশকে সেই কাজ প্রায় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ২০১৪ -২০২৪ সালের মধ্যে ৪৪ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে ২ হাজার ৭৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশ্বমানের মালবাহী করিডোর তৈরি করা হয়েছে, যা আগের দশকে ছিল সম্পূর্ণ শূণ্য। লোকোমোটিভ উৎপাদনও ৪ হাজার ৬৯৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯ হাজার ১৬৮, অর্থাৎ আগের তুলনায় দ্বিগুণ। সমানতালে বেড়ে কোচ উৎপাদন সংখ্যা। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলের মোট কোচ উৎপাদন হয়েছিল ৩২ হাজার। কিন্তু গত দশ বছরে অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল অবধি মোট ৫৪ হাজার কোচ উৎপাদন হয়েছে। এই দশকে উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতার নিরিখে অতীতের সকল সূচককে অতিক্রম করে ভারতীয় রেল একটি নজির সৃষ্টি করেছে।

দেশের অন্যান্য সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো জমানার অচলায়তন দূর করে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়াটাও একটি বড় সংস্কার বলে বিবেচিত হয়েছে। একসময়ে অর্থের অভাবে রেলের অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলির দীর্ঘসূত্রতা উন্নয়ন প্রকল্পকে বার বার ব্যাহত করেছে। এখন সেই দীর্ঘসূত্রতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। বাজেটে রেলের বরাদ্দও বেড়েছে অনেকগুণ। পূর্ববর্তী দশকে (২০০৪-২০১৪) রেলের মোট বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। আর গত এক দশকে (২০১৪-২০২৪) -এর মধ্যে রেলের মোট বরাদ্দ হয়েছে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ গত দশ বছরে রেখে প্রায় সাড়ে পাঁচগুণ বরাদ্দ বেড়েছে, যা কল্পনাতীত। এদিকে ভারতের সর্বোচ্চ রেলপথের প্রথম ট্রেন খুব শিঘ্রই শ্রীনগরে পৌঁছবে, যেখানে উচ্চতম ব্রিজ ও দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ নির্মাণের মাধ্যমে সুউচ্চ পর্বতমালার ওপর রেল সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আরও চাঞ্চল্যকর খবর হল, ভারতীয় রেলওয়ে পৃথিবীর প্রথম সবচেয়ে বড় রেল সংস্থা হিসেবে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের স্বীকৃতি অর্জন করতে চলেছে। এর ফলে কয়লা ও খনিজ তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কার্বণ নিঃসরণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করবে।

বিশ্বের বৃহত্তম মিশ্র ট্রাফিক রেল সিস্টেম হিসেবে পরিচিত ভারতীয় রেলের সর্বত্র ইতিমধ্যে সংঘর্ষ প্রতিরোধী 'কবচ' প্রযুক্তি চালু করা হচ্ছে। ভারতের ট্রেন আজ বিশ্বমানের সীমানা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের রেলওয়ে ব্যবস্থা উন্নত আন্তজাতিক প্রযুক্তির সঙ্গে দেশীয় চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে আরও নিরাপদ, দ্রুত, পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক ট্রেন তৈরিতে সফলতা লাভ করেছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষেও খুবই সাশ্রয়ী।

রেলওয়ে তার অন্যান্য ব্যবসায়িক মডেলের মাধ্যমে, যাত্রী পরিবহণ খাতে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পণ্য পরিবহণ খাতে হওয়া আয় থেকে পুষিয়ে নিয়ে আরও লাভের মুখ দেখতে সমর্থ হয়েছে। প্রধানত অন্যান্য দেশের উন্নত রেল পরিষেবাগুলি হয় বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। সেইসব সংস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায়, হয় তাদের উচ্চ হারে ভাড়া নির্ধারণের স্বাধীনতা রয়েছে, নয়তো তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারি ভর্তুকি ধার্য করা হয়ে থাকে। ভারতীয় রেল তার ব্যতিক্রম, যা নিজস্ব পরিচালন ও কার্যক্রম সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় বহন করে এবং মূলধনী ব্যয়ের জন্য একটি স্কুল বাজেট সহায়তা অর্থাৎ জিবিএস গ্রহণ করে থাকে। দেশের অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ভারতীয় রেল তার রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় সফলতা অর্জন করেছে এবং প্রতি বছর নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে।

এই নজির বুমার ও "৯০-এর দশকের প্রজন্মের কাছে অবাক করার মতো বিষয় হতে পারে, যাঁরা ভারতের একসময়ের সাধারন যুগের বাইরে কিছু ভাবতে পারতেন না। একসময় ভারতে রপ্তানি মানের" নামে লেবেলযুক্ত যেকোনও পণ্য খুবই উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো, যেখানে বিশ্বমান সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পণ্য শুধুমাত্র ইউরোপ ও আমেরিকার ধনী দেশগুলির জন্য সংরক্ষিত থাকত। ভুল ভারতীয়দের জন্য খুবই নিম্নমানের পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করা হতো। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের প্রত্যাশা কমিয়ে আনতে বাধ্য করা হয়েছিল। ভারতীয় রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তবে ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্যবাবে অগ্রগামী ও প্রগতিশীল হযেছে। দেশের উন্নয়ন ও পরিকাঠামো নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক ভারত এমন একটি জাতীয় পরিবহণ ব্যবস্থা পাওয়ার যোগ্য, যা উদ্ভাবনের অভাবে ভুগবে না এবং সঙ্কীর্ণ ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। রেলওয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রবলভাবে আঞ্চলিকীকরণ ও উৎপাদন ক্ষমতা নজিরবিহীন মাত্রায় সম্প্রসারণের ফলে এই অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। যদিও "বন্দে ভারত" ট্রেন ও তার বিভিন্ন সংস্করণ বর্তমান যুগের পরিবহন ব্যবস্থায় যথেষ্ঠভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতীয় রেলের অগ্রাধিকারের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আরও অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

আগামী কয়েকমাসের মধ্যে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন ট্রেন চালু করার জন্য প্রস্তুত। ১,২০০ হর্স পাওয়ার (এইচ পি) ক্ষমতাসম্পন্ন এই লোকোমোটিভের উন্নয়নকে "অপারেশন স্মাইলিং বুদ্ধা"র সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা ভারতকে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, ভারত এখন তথাকথিত উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, যেখানে অনেক দেশ এখনও তুলনামূলকভাবে কম শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন ট্রেন তৈরির জন্য লড়াই করে চলেছে। নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান সুনিশ্চিত করতে জার্মানির টিইউভি-এসইউডি কর্তৃক ভারতের হাইড্রোজেন ট্রেনের তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বের দীর্ঘতম হাইপারলুপ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত ভবিষ্যতের পরিবহন ব্যবস্থার প্রতিনিধি হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর ৪২২ মিটার ট্র্যাকের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আরও ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ টেস্ট ট্র্যাক নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

উইকিপিডিয়া কীভাবে পরিচালিত হয়, কতটা নির্ভরযোগ্য এর তথ্য?

উমঙ্গ পোদ্দার

উইকিপিডিয়া আমাদের প্রায় অনেকেরই কাছে বেশ পরিচিত। কোনও তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেকের প্রথম পছন্দ উইকিপিডিয়া, হোক সেটা একেবারে ছোটখাটো বিষয় কিংবা গুরুগম্ভীর কিছু। ভারতে গত কিছুদিন ধরেই খবরের শিরোনামে উইকিপিডিয়া। এর কারণ দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের হওয়া একটা মামলা। উইকিপিডিয়ার বিরুদ্ধে এই মামলাটি করেছে বার্তা সংস্থা এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল বা এএনআই। এই বার্তা সংস্থা সম্পর্কে উইকিপিডিয়ার একটা পেজে উল্লেখ করা হয়েছে - এএনআই ভুল তথ্য প্রকাশ করে। এই অভিযোগ অস্বীকার করে এএনআই এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছে, যে সংস্থাটি উইকিপিডিয়া পরিচালনা করে। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে বহুল ব্যবহৃত এই মাধ্যম সম্পর্কে প্রায়ই কয়েকটা প্রশ্ন উঠে থাকে - উইকিপিডিয়া কীভাবে কাজ করে? এই অনলাইন বিশ্বকোষ চালানোর জন্য কোথা থেকে টাকা আসে? সেখানে প্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে কারা লেখেন? উইকিপিডিয়ার নেপথ্যে কে রয়েছে? উইকিপিডিয়া কী? উইকিপিডিয়াকে 'অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়া' বা ইন্টারনেট ভিত্তিক বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী ২০০১ সাল থেকে পরিচিত এই বিশ্বকোষ বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায় এবং এটা 'ওপেন সোর্স' সফওয়্যার ভিত্তিক। নির্দিষ্ট একটা সফওয়্যারের কপিরাইটের অধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা যখন ব্যবহারকারীকে সম্পাদনা এবং উন্নয়নের অধিকার দেয়, তখন তাকে ওপেন সোর্স সফওয়্যার বলে। 'উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন' নামক একটা অলাভজনক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় উইকিপিডিয়া। এই উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধেই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বার্তা সংস্থা এএনআই।

উইকিপিডিয়া বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা। বর্তমানে ছয় কোটিরও বেশি প্রকাশিত লেখা রয়েছে উইকিপিডিয়ায়। প্রতি মাসে এই ওয়েবসাইটের 'পেজভিউ' ১০ লক্ষ কোটিও বেশি। প্রশ্ন হলো, উইকিপিডিয়ার পেজে কি যে কেউ লিখতে পারেন? এর উত্তর - হ্যাঁ। কোনও নতুন বিষয়ে লেখার অনুমতি বা ইতিমধ্যে বিদ্যমান তথ্যে 'হেরফের' করার অনুমতি সবার রয়েছে। এটা সম্ভব হওয়ার কারণ উইকিপিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে নেই। এটা উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, চাইলে যে কেউ লিখতে পারেন। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন কারা লেখেন এই তথ্য? উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত বিষয়ে কারা লেখেন সে সম্পর্কে অনেকেরই কৌতূহল রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো স্বেচ্ছাসেবকরাই উইকিপিডিয়ার জন্য লেখেন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে উইকিপিডিয়ার জন্য কাজ করেন তিন লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক। তারাই বিভিন্ন বিষয়ে লেখেন, নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেন এবং সেই তথ্য সঠিক কি না সেটা যাচাই করাও তাদেরই দায়িত্ব। এই কাজ যে কেউ করতে পারেন। ওই ওয়েবসাইটে কাজের উপর ভিত্তি করে এই স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের দাবি, এই ওয়েবসাইটে যারা কাজ করেন তারা সেটা স্বেচ্ছায় করেন এবং এর জন্য কোনও রকম বেতন পান না। প্রসঙ্গত, স্বেচ্ছাসেবকরা চাইলে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে পারেন।

কোনও গাইডলাইন আছে কি?

উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে, ওয়েবসাইটের কোন পেজে কী লেখা হচ্ছে তার উপর এই সংস্থার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে এর অর্থ এই নয়, যেকোনও বিষয় নিয়ে ইচ্ছে মত কেউ লিখতে পারেন। ওয়েবসাইটে কী কী প্রকাশিত হবে সে বিষয়ে অনেক নীতিমালা ও গাইডলাইন রয়েছে। যেমন, উইকিপিডিয়ায় এমন কোনও নতুন তথ্য লেখা যাবে না, যা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও তথ্য প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত উৎসকে ভিত্তি করেই কিছু লেখা যেতে পারে। প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পাদক, ওয়েবসাইটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক এবং 'কম্পিউটার বট' দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয়। এর সত্যতাও যাচাই করা হয়। সম্পাদনার সময় সিনিয়র সম্পাদকরা কোনও নিবন্ধ, তার কিছু অংশ বদলাতে পারেন বা প্রয়োজন হলে বাদও দিতে পারেন। কোনও লেখা বা তার সম্পাদনা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তারপর সে বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পারস্পরিক সম্মতির পরই ওই লেখা প্রকাশ করা হয়। কোনও নিবন্ধ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে বিষয়টার উল্লেখ উইকিপিডিয়ার পেজে থাকে। যে কেউ চাইলে তা দেখতে পারেন। কোনও লেখায় বিতর্ক বা বিবাদ দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে।

কতটা নির্ভরযোগ্য এই তথ্য?

একাডেমিক জগতের ব্যক্তিরা প্রায়শই পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যে কোনও কিছু জানতে উইকিপিডিয়ার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেই তথ্যকে 'নির্ভরযোগ্য উৎস' হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

উইকিপিডিয়া নিজেও একই পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে যে সেখানে প্রকাশিত তথ্যকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত লেখায় ভুল থাকা সম্ভব। প্রতিটা লেখার নিচে অনেকগুলো রিলেটেড সোর্স (সম্পর্কিত উৎসের) তালিকা থাকে। এই উৎসগুলোর ভিত্তিতেই নিবন্ধ লেখা হয়ে থাকে। ওই তালিকায় উল্লেখ করা প্রতিবেদন থেকে তথ্য সঠিক কি না তা যাচাই করা যেতে পারে। যদি কোনও নিবন্ধে সম্পাদনা করে বহুবার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে বা সেই পরিবর্তনগুলো নিয়ে বিতর্ক থাকে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ওই লেখায় সম্পাদনাও নিষিদ্ধ করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

উইকিপিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞই প্রশ্ন তুলেছেন। মিডিয়া বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র অধ্যাপক অ্যামি ব্রুকম্যানের মতে, খুব একটা পরিচিত নয়, এমন বিষয়ে উইকিপিডিয়া থেকে পাওয়া তথ্য পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু কোনও সুপরিচিত বিষয়ে উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত লেখা 'সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য' হিসাবে কাজ করতে পারে।

এর পিছনে যুক্তি হিসাবে অ্যামি ব্রুকম্যান জানিয়েছেন, কোনও জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন শুধুমাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞই দেখেন এবং পরে সেই লেখায় কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু উইকিপিডিয়ার ক্ষেত্রে তা হয় না। তার কথায়, "কিন্তু উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত একটা জনপ্রিয় লেখা হাজার হাজার মানুষ পর্যালোচনা করতে পারেন।" উইকিপিডিয়া সম্পর্কে সমালোচনা যেমন হয়েছে, তেমনি অভিযোগও উঠেছে। উইকিপিডিয়ার বিরুদ্ধে রয়েছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। অন্যদিকে, এই অনলাইন বিশ্বকোষ সম্পর্কে যত সমালোচনা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এখানে পুরুষরাই বেশি লেখেন। এই কারণে এই ওয়েবসাইটে পুরুষের বিষয়ে বেশি প্রতিবেদন রয়েছে।

রক্ষণশীল থিংক ট্যাংক 'ম্যানহাটন ইনস্টিটিউট'-এর গবেষণায় দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী ব্যক্তিত্বদের বেশি নেতিবাচকভাবে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে উইকিপিডিয়ায়। তবে 'ম্যানহাটন ইনস্টিটিউট'-এর পক্ষ থেকে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে এই ওয়েবসাইট সার্বজনিক স্তরে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

উইকিপিডিয়া চালানোর জন্য অর্থ কোথা থেকে আসে?

উইকিপিডিয়ার বিষয়ে যে সব প্রশ্ন রয়েছে তার অন্যতম হলো, এই অনলাইন বিশ্বকোষ চালানোর জন্য অর্থ কোথা থেকে আসে? এই ওয়েবসাইটের পেজে কোনও বিজ্ঞাপন থাকে না। উইকিপিডিয়ার দাবি, তারা ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের পার্সোনাল ডেটা (ব্যক্তিগত তথ্য) ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করে না, যেমনভাবে অনেক ওয়েবসাইটই আয় করে থাকে।

তাহলে টাকা কোথা থেকে আসে?

আপনি যদি উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত কোনও লেখা পড়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের ওয়েবসাইটে শুরুতেই অনুদান দেওয়ার জন্য একটা আবেদন আপনার চোখে পড়েছে। এই অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়ন হয় উইকিপিডিয়ায়। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন ২০২২-২৩ সালে ১৮ কোটি মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অনুদান পেয়েছে। প্রসঙ্গত, অনেক দেশেই বিতর্কে জড়িয়েছে উইকিপিডিয়া। বিশ্বের কমপক্ষে ১৩টা দেশে উইকিপিডিয়ার উপর ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। চীন, মিয়ানমার ও উত্তর কোরিয়া উইকিপিডিয়ার উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর পাশাপাশি রাশিয়া ও ইরান উইকিপিডিয়ার বেশ কিছু লেখা নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালে উইকিপিডিয়াকে তিন দিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল পাকিস্তান। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত কিছু লেখা সে দেশের মুসলমানদের ভাবাবেগকে আঘাত করেছে।

বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের তরফে দায়ের করা মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের একজন বিচারক উইকিপিডিয়াকে বলেছেন যে তাদের ভারতীয় আইন মেনে চলতে হবে। অন্যথায়, তিনি ভারতে উইকিপিডিয়া নিষিদ্ধ করার আদেশ দেবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সহকারী বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিসে বংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

বালির ধাপায় সঙ্কট, সামাজিক মাধ্যমে রুদ্রনীল ঘোষের বর্ণনায় প্রতিক্রিয়া বিস্তর

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): শিবপুর বিধানসভা (৬ নম্বর ওয়ার্ড) ও বালি বিধানসভা কেন্দ্রের মাঝে ধাপা অঞ্চল ঘুরে সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের বর্ণনা ও তৃণমূলকে কটাক্ষে প্রকাশ্যে আসার পর থেকে প্রতিক্রিয়া চলছে বিস্তর। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ১ হাজার ৬০০। প্রতিক্রিয়া ১৭৯। অধিকাংশ মন্তব্যেই রয়েছে রুদ্রনীলের মন্তব্যে নেটনাগরিকদের সমর্থন।

রুদ্রনীল জানিয়েছেন, "তৃণমূলের উন্নয়নে নরককুন্ড হাওড়া। ১৬টি ওয়ার্ড জলহীন। প্রায় ১০০ঘর ধ্বংস, হাজার খানেক মানুষ গৃহহীন, বিদ্যুৎহীন। ময়লা ফেলা ভ্যাটের (গার্বেজ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে) নিচে বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের চাপে এলাকায় ধস।রাস্তা ফুলে ফেটে আট ফুট উঁচুতে।"

প্রতিক্রিয়ায় মণিকুন্তলা ঘোষ লিখেছেন, "কোনো জায়গা তেই সঠিক ময়লা নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেই, কোথাও কোথাও সঠিক নর্দমার ব্যবস্থা নেই, হাওড়া কলকাতার থেকেও পুরানো শহর তবে ব্যবস্থাপনায় বরাবরই দুয়ো রানী, অনেকে সব থেকে নোংড়া শহরে থাকি বলে নাক সিঁটকে কথা বলে, কিন্তু এটা তো আমাদের শখ না, সরকার আসে যায়। কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ কাটে না।"

পিন্টু মণ্ডল লিখেছেন, "সোনার বাংলা এখন ভিখারীর বাংলা ১ হাজার টাকার পিছনে সবাই ছুটছে।" শুভাশিস গাঙ্গুলি লিখেছেন, "তারপরেও এতা সব ভুলে তোলামুলকেই ভোট দেবে, ১০০০/ জন্য।তাই আর সিম্প্যাথি আসেনা।" দুলাল দাস লিখেছেন, "রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, এটাই তো বাংলার অবস্থা"। মানস ঘোষ লিখেছেন, "হে বিধাতা, এই অসহায় মানুষগুলোকে রক্ষা কর।" দেবব্রত ভদ্র লিখেছেন, "দিদি পেছনে হাঁটছেন তো, এ তো হবেই।" বিশ্বজিৎ বাছার লিখেছেন, "বর্তমান পিসি ভাইপোর যে বাংলার রাজনীতি চালাচ্ছে আমার মনে হয় সেই রাজনীতি বেশিদিন চালানো উচিত নয় কেন বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে আগুনের মতন জ্বালিয়ে তুলছে এই মমতা ব্যানার্জি সরকার উন্নয়ন আছে আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় উন্নয়ন দেখাচ্ছে তাদের সরকার থেকে কোন লাভ নেই এ সরকারকে নামিয়ে দেয়া উচিত। আমি একজন সাধারন গরিব মানুষ হিসেবে বলছি, আমার কথাটা যদি কারোর মনে ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই উল্টে কমেন্ট করে জানাবেন।" অন্যদিকে সুদীপ দে লিখেছেন, "সব ঠিক ছিলো... ভালো লাগতো ভালোবাসতামও হয়তো। কিন্তু আমার এলাকায় এসে এই রাজনীতিটা তোমার অনেকদিনের মুখোশটা খুলে দিলো। ভাঁড়, ভক্ত, আর চটকদার পাল্টু অভিনেতা হয়ে দিল্লী থেকে আসা টাকায় ফুটানি করে হাততালি হয়তো পেতে পারো তবে রাজনীতির ময়দানে একটা গৌতম চৌধুরী হতে তোমার আরো ১০ বার জন্মাতে হবে।..."। এর জবাবে সুদীপ দে-কে তোপ দেগেছেন রুদ্রনীল। আর বৈদ্য লিখেছেন, "মনিপুরের অবস্থাটা একটু দেখাও না ভাই। মনিপুরের এখন বর্তমান কন্ডিশনগুলো একটু দেখি। আর লাদাখ সীমান্তে চীন কী করছে সেই পরিস্থিতিটাও দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।"

দুর্গাপুরে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা, সংঘর্ষে আহত ভূমিরক্ষা কমিটির নেতা

দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ (হি.স.) : দুর্গাপুর ডিটিপিএস এলাকায় জমি উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। ভূমিরক্ষা কমিটির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন ভূমিরক্ষা কমিটির নেতা অরিন্দম নায়ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী ও সিআইএসএফ ফোর্স। দুর্গাপুরের অর্জুনপুর এলাকায় অবস্থিত দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডিটিপিএস) তৈরি হয় ১৯৭০-এর দশকে। ৪ টি ইউনিট মিলে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করত এই কেন্দ্র। বর্তমানে ৪ নম্বর ইউনিটটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনও বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি এখানে একটি ৮০০ মেগাওয়াট ইউনিট তৈরির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র সরকার, যার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৮, ৫০০ কোটি টাকা। প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য ডিটিপিএস চত্বরে থাকা অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের কাজ শুরু করেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। ইতিমধ্যে ডিটিপিএসের জমির প্রায় ৯০ শতাংশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯০০ পুরনো আবাসন ভেঙে ফেলা হয়েছে। ডিটিপিএসের জমিতে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের দাবি, পুনর্বাসন না দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা চলবে না। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। তবে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অবৈধ দখলদারদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পের কোনও ব্যবস্থা নেই। বুধবার, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বুলডোজার নিয়ে অভিযানে নামলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বস্তিবাসীরা আরও কিছুদিন সময় চেয়ে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানায়। বস্তিবাসীদের দাবি, পুনর্বাসন ছাড়া তারা অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে পারছেন না। আশপাশে বাড়ি ভাড়ার দামও অনেক বেশি হওয়ায় তাদের চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে। ডিটিপিএস সম্প্রসারণকে সমর্থন জানিয়ে পার্শবর্তী পুরুষা গ্রামের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজনা আরও বাড়ে। ভূমিরক্ষা কমিটির সভাপতি অরিন্দম নায়ককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভূমিরক্ষা কমিটির নেত্রী চুমকি অঙ্কুর বলেন, 'আমরাও চাই হোক। কিন্তু আমাদের পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করলে আমরা যাব কোথায়? সরকারের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাদের কিছুটা সাহায্য করুন।' অন্যদিকে, গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি মলয় মণ্ডল দাবি করেন, 'অরিন্দম নায়ক বহিরাগত। সে আন্দোলনের নামে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এবং বস্তিবাসীদের ভুল পথে চালিত করছে। কেউ তাকে মারধর করেনি।' ডিটিপিএস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এর পর পুনরায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে।

আদালত চত্বর থেকে পালাল অভিযুক্ত, হইচই হাওড়া আদালতে

হাওড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): আদালত থেকে পালিয়ে গেল পকসো মামলায় অভিযুক্ত। ঘটনার জেরে বুধবার শোরগোল ছড়ায় হাওড়া আদালতে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সম্প্রতি এক নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। ওই মামলার তদন্তে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে এদিন হাওড়া আদালতে নিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অভিযুক্তকে আদালতের বাইরে বসিয়ে রেখেছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ কর্মী। এরপরই পালিয়ে যায় সে।

পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্তর নাম বলরাম কুমার (২২)। বিহারের বেগুসরাই থেক ধৃত এই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অপহরণ ও পকসো মামলা রয়েছে। পুলিশি ঘেরাটোপ এড়িয়ে কীভাবে অভিযুক্ত আসামী পালাল, গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে জেলা পুলিশ। বিষয়টি সামনে আসামাত্রই দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দাখিল করে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ।

গোটা ঘটনায় পুলিশি গাফিলতির বিষয়টি স্পষ্ট। অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে জেলা পুলিশ।

কালীঘাট হকার্স মার্কেটের দোকানদারদের হাতে চাবি তুলে দিল পুরসভা

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবার কালীঘাট হকার্স মার্কেটের ১৭৫ জন দোকানদারের হাতে চাবি তুলে দিলেন পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা রাসবিহারীর বিধায়ক দেবাশিস কুমার, স্থানীয় ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়।

কালীঘাট স্কাইওয়াক তৈরির কাজ শুরুর সময় থেকে ওই চত্বর হকার মুক্ত করা হয়েছিল। সেখানকার হকাররা এতদিন হাজরা পার্কে ছিলেন। কারণ কালীঘাট স্কাইওয়াক সহ নতুন পাঁচতলা হকার্স কর্নার বানানোর কাজে হাত লাগিয়ছিল কলকাতা পুরসভা।

২০২১ সালের শুরুতে কালীঘাট হকার্স কর্নারের হকারদের যতীন দাস পার্কে অস্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয়েছিল। প্রথমে বলা হয়েছিল, ১৮ মাসেই পুনর্বাসন পাবেন হকাররা। কিন্তু সেই পুনর্বাসন তাঁরা পেলেন ৪ বছর পর। দেড় বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। মাঝে কাজে বিলম্বের জন্য ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মেয়র। তারপর আরও দ্রুত কাজ শুরু হয়েছিল। অবশেষে সেই কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াকের উদ্বোধনের পরই কালীঘাটে স্কাইওয়াক তৈরির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই স্কাইওয়াক তৈরির জন্য ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করে রাজ্য সরকার। কালীঘাট স্কাইওয়াকের ন্যূনতম কাজ বাকি রয়েছে এখনও। তবে আগামী ১৪ এপ্রিল উদ্বোধন হবে স্কাইওয়াকের। এমনটা ঘোষণা করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাপুরে জাতীয় সড়কে মারুতিতে ধাক্কা ডাম্পারের, আহত ৩

দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ (হি.স.) : জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মারুতিতে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার। ঘটনায় আহত হয়েছেন মারুতির চালকসহ ৩ জন। বুধবার দুর্গাপুরের ওল্ড কোর্ট মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর এই ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আসানসোল হিরাপুরের বাসিন্দা সৌভিক সাহা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দুর্গাপুরের বিধাননগরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন গাড়ির চালকও। ওল্ড কোর্ট এলাকায় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের মারুতিতে সজোরে ধাক্কা মারে। এমনকি মারুতির ওপর উঠে যায় ডাম্পারটি, যার ফলে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে গাড়িতে থাকা দম্পতি ও তাঁদের চালককে উদ্ধার করেন। এরপর আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে ক্রেনের সাহায্যে সরানো হয়। দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশের এসিপি রাজকুমার মালাকার জানিয়েছেন, 'দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পর হিরাপুরে ফিরছিলেন ওই দম্পতি। তাঁদের সঙ্গে ড্রাইভারও ছিলেন। ডাম্পারের চালক ও খালাসির সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

শিবপুরে উপদ্রুত অঞ্চল দেখে তৃণমূলকে কড়া কটাক্ষ রুদ্রনীলের

হাওড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবার হাওড়ায় উপদ্রুত অঞ্চল দেখে তৃণমূলকে কড়া কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "তৃণমূলের উন্নয়নে নরককুন্ড হাওড়া। ১৬টি ওয়ার্ড জলহীন। প্রায় ১০০ঘর ধ্বংস, হাজার খানেক মানুষ গৃহহীন, বিদ্যুৎহীন। ময়লা ফেলা ভ্যাটের (গার্বেজ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে) নিচে বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের চাপে এলাকায় ধস।রাস্তা ফুলে ফেটে আট ফুট উঁচুতে।

ঘটনা শিবপুর বিধানসভা (৬ নম্বর ওয়ার্ড)ও বালি বিধানসভা কেন্দ্রের মাঝে ধাপা অঞ্চল।

কারণ, তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনির আশঙ্কায় ২০১৮ থেকে হাওড়া পুরসভা কাউন্সিলার ও মেয়রহীন। ফলে কাউন্সিলারহীন অচল হাওড়ায় ড্রেন, জল সহবরাহ, ময়লা পরিষ্কার মহাশূন্যে।

তৃণমূল নেতারা হয় প্রোমোটার, বা জমির দালাল নয় তোলাবজিতে মত্ত। এরা ভোটার কার্ড ধরিয়ে ভোটার বানায়, কিন্তু তাদের মানুষের সম্মান দেয়না। শিবপুরের তৃণমূল বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি বা সাংসদ প্রসুন বাবু সম্পূর্ণ বেপাত্তা। মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদধন্য বনেদী দুর্নীতিবাজ অরূপ রায়ের মতো মন্ত্রীরা একবার এলায় এসে 'ছম দেখছি..আমাদের সরকার কিন্তু মানুষের পাশে আছে' এই বাণী দিয়েই খালাস। তিনি মানুষ বলতে কেবল চোর-জোচ্চোরদের পাশে রাজ্য সরকার আছে বোঝাতে চাইলেন হয়ত। এই চরম বিপদে আবাস চুরির টাকা ফেরত দেবেন কিনা তা অরূপবাবু বলেননি ওই গৃহহারা গরীব সহায় মানুষদের। এই মানুষ গুলোর কেন্দ্রের আবাস প্রকল্পের টাকা এরাই চুরি করেছে নির্লজ্জ ভাবে। মুশকিল হল, এই গৃহহীন মানুষগুলো তৃণমূলের প্রিয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিংগা বা বাংলাদেশী নয়, তাই এদের নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই তৃণমূলের।যেন, মরুক মানুষ আমার তাতে কি!

এই আর্ত বিপন্ন মানুষের পাশে হাওড়া জেলা বিজেপি (সদরের) কর্মীরা যথাসাধ্য থাকছেন, জল, ত্রিপল, দুমুঠো পেটের ভাত দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাতেও আবার তৃণমূলের চোখ রাঙানি, মানুষের পাশে থাকা চলবে না।এলাকার তৃণমূলের চাপে অসহায় পুলিশ উত্তরহীন ভ্যাবলাকান্ত দলদাস। পুলিশমন্ত্রী অক্সফোর্ড থেকে ইংরাজি শিখিয়ে দেশে ফিরলে, তবে পুলিশ তার কর্তব্যের অমূল্য জ্ঞান নিশ্চয় পাবে। হায়রে পশ্চিমবঙ্গ!!!"

বর্ধমান হেল সিটিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন দিগন্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন দিগন্ত বর্ধমান হেল সিটিতে। শুধুমাত্র বর্ধমান শহর ও আশপাশের এলাকা নয়। পার্শবর্তী বীরভূম বা পশ্চিম বর্ধমান জেলার বরাকর, কুলটি, দুর্গাপুর ও আসানসোল ছাড়িয়ে ধানবাদের জন্য মিলছে চিকিৎসার সুবিধা। সেই সঙ্গে পূর্ব ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও আগামীদিনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের অপেক্ষায়। বর্ধমানের জিটিরোড ও ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থলে তা গড়ে তোলা হয়েছে পি পি পি মডেলে। ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করেছে - ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটালস এর। বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিও সবরকমের সাহায্য করছে। কলকাতা শহরের উপর থেকে রোগী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত চাপ কমাতে ও বর্ধমান সহ পার্শবর্তী জেলাগুলিতে সুচিকিৎসা ছড়িয়ে দিতে এই মুহূর্তে কাজ করছে বেঙ্গল ফেইথ হাসপাতাল। বর্ধমান শহরের হেল সিটিতে তার অবস্থান - গোদা"তে, নবাবহাট মোড়ের কাছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা মিলছে সেখানে। এই নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার চেয়ারম্যান তথা অধ্যাপক সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন

দু'টি বাইকে ধাক্কা, বারাসতে জাতীয় সড়কে কন্টেনারে আগুন

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ মার্চ (হি.স.): নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পর পর বাইকে ধাক্কা। তার পর জাতীয় সড়কের উপরেই জ্বলতে শুরু করে কন্টেনার! বুধবার দুপুরে বারাসতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে।

কন্টেনার চালককে পুলিশ গ্রেফতার করে। কন্টেনারটি যে দু'টি বাইকে ধাক্কা দিয়েছে, ওই দুই বাইকের চালকও জখম হয়েছেন। সূত্রের খবর, কন্টেনারটি একটি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার পণ্য বহন করে।

বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু, ফ্ল্যাট থেকে দগ্ধ দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): খাস কলকাতায় এক বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু হয়েছে। বাঘাযতীনে একটি ফ্ল্যাটে ছেলের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। বুধবার ফ্ল্যাট থেকে দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয় তাঁর।

কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে আঁতকে ওঠেন স্থানীয়রা। সেই সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা দেওয়া ছিল। খবর পেয়ে পাটুলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হল, এখনও স্পষ্ট নয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মালবিকা মিত্র। পাটুলির বিদ্যাসাগর কলোনিতে ছেলের সঙ্গে থাকতেন তিনি। তাঁর ছেলের বয়স ৩২ বছর এবং তিনি একটি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। বৃদ্ধার প্রতিবেশীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই বাড়ি থেকে তাঁরা ধোঁয়া বার হতে দেখেন। ধোঁয়া দেখে সন্দেহ হওয়ায় কয়েক জন গিয়ে দেখেন, ঘরের ভিতরে পড়ে আছেন বৃদ্ধা। তাঁর গায়ে আগুন ধরে গিয়েছে। তাঁর মুখের উপর একটি বালিশ চাপা দেওয়া ছিল বলেও জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ওই বৃদ্ধার ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে সরব বিধায়ক

বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.) : জেলার কৃষকদের ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। দাবি, অতিবর্ষণ ও ডিভিসি থেকে ছাড়া জলে বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধান ও সবজির জমি নষ্ট হয়েছিল। কৃষি দফতর সেসময় ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও ৭ মাস পরও কৃষকরা কোনও টাকা পাননি।

বিধায়কের অভিযোগ, কৃষকরা শস্য বিমার আওতায় থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বারবার আবেদন ও আন্দোলন করেও সুরাহা মেলেনি। ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষকরা বিডিও অফিস ও ব্লক কৃষি দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং পথ অবরোধও করেছেন। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন এবং মহাজনের ঋণ শোধ করতে পারছেন না।

Secondary Education Departmen
PRESS NOTICE INVITING e-Tender NO: 194 & 195 /EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 Dt. 24/03/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 08/04/2025 at 3.00 P.M.

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND SUBMISSION OF APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd call for Construction of 01 one unit Additional Classroom at Induria High School in Kathalia Block, Sepahijala District for the year 2024-25. DNIeT No: 106/SE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 2192935.00	Rs.43859.00	4 Months	08/04/2025 Up to15.00 Hrs	09/04/2025 Hrs on 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call for Construction of 01 one Teacher's Quarter attached to Khas Chowmuhani HS School, Nalchar block of Sepahijala for the year 2024-25. DNIeT: 148/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25	Rs.46,00,000.00	Rs.92,000.00	08Month	08/04/2025 Upto15.00 Hrs	09/04/2025 Hrs on11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
ICA/C/4538/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell, Directorate of Secondary Education,

3rd & Final Claimant Notice

Following vehicle were seized by the Forest Personnel under Bagafa Forest Sub-Division of South Tripura District while illegally carrying of forest produces without any valid document. Accordingly 2nd Claimant Notices were issued against the said vehicles, but no owner of vehicle had claimed till date in writing to the Authorized Officer. Details of seized vehicles are indicated below.

SN	Type of Vehicle	Vehicle Registration No.	Claimant Notices issued
1)	Maruti Suzuki	TR03-0543	No.F.7-97/DFO(S)/OR No.59/2023-24/FPU.KKL/TR03-0543/For-2024-25/1001-107 Dated. 30.05.2024 (1st Claimant Notice), No.F.7-97/DFO(S)/OR No.59/2023-24/FPU.KKL/TR03-0543/For-2024-25/2771-76 Dated. 02.08.2024 (2nd Claimant Notice).
2)	Maruti Van	Nil	No.F.7-96/DFO(S)/OR No.54/FPU KKL/2023-24/Vehicle No. Nil/For-2024-25/1013-19 Dated 30.05.2024, (1st Claimant Notice), No.F.7-96/DFO(S)/OR No.54/FPU KKL/2023-24/Vehicle No. Nil/For-2024-25/2784-90 Dated 31.07.2024.
3)	Mahindra Jeeto Plus	TR08-C-1877	No.F.7-79//DFO(S)/OR No.29/FPU. Kakulia Station at Belonia/TR08-C-1877/For-2023-24/12867-73 Dated 06.02.2024 (1st Claimant Notice), No.F.7-79//DFO(S)/OR No.29/FPU. Kakulia Station at Belonia/TR08-C-1877/For-2023-24/665-71 Dated 14.05.2024. (2nd Claimant Notice)
4)	TATA Yodha	TR04-A-1887	No.F.7-80//DFO(S)/OR No.15/FPU. Kakulia Station at Belonia/TR04-A-1887/For-2023-24/12859-66 Dated 06.12.2024 (1st Claimant Notice) & No.F.7-80//DFO(S)/OR No.15/FPU. Kakulia Station at Belonia/TR04-A-1887/For-2023-24/689-95 Dated 14.05.2024.

Now, therefore, further it is brought to the notice of the legal owner of the above indicated vehicles to prefer his /her claim along with all relevant documents of the said vehicles in writing to the Authorized Officer (District Forest Officer, South Tripura) within 15(Fifteen) days from the date of issue of this notice. If case of failure to prefer his/her claim on any working days within the stipulated period, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte from this end.

ICA/D-2067/25

[P. Bhattacharjee, IFS]
Authorized Officer
District Forest Officer
South Tripura

CORRIGENDUM
Reference: PNIET No: 37/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25, Dt. 21.03.2025

Please read the name of work for the DNIeT No. 54/ EE/ Divn.III/PWD(R&B /2024-25 as
Hiring of Vehicle 01 (one) No. WagonR (Petrol- run) of 01/01/2023 (Manufacturing date) onwards along with driver for use of the Assistant Engineer, Construction Sub- Division No.II, PWD (R&B), Gurkhabasti, Agartala.
In place of Hiring of Vehicle 01 (one) No. WagonR (Petrol/ CNG run) of 01/01/2023 (Manufacturing date) onwards along with driver for use of the Assistant Engineer, Construction Sub-Division No.II, PWD (R&B), Gurkhabasti, Agartala.
as And also read the name of work for the DNIeT No. 55/EE/ Divn.III/PWD(R&B/ 2024-25
Hiring of Vehicle 01 (one) No. WagonR (Petrol- run) of 01/01/2025 (Manufacturing date) onwards along with driver for use of the Sr. Manager, Pragna Bhaban PWD Cell, PWD (R&B), Gurkhabasti, Agartala.
In place of Hiring of Vehicle 01 (one) No. WagonR (Petrol/ CNG run) of 01/01/2025 (Manufacturing date) onwards along with driver for use of the Sr. Manager, Pragna Bhaban PWD Cell, PWD (R&B), Gurkhabasti, Agartala.
All others in this PNIT will remain unchanged.
ICA/C-4524/25

(Er. M. Debnath)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, West Tripura

Corrigendum

The District Labour office, Dharmanagar, North Tripura had issued an advertisement dated 03/12/2024 for hiring of one Maruti SUZUKI EECO vehicle for a period of one (1) year for official use of the Labour Officer from the reputed Travel Agencies/individual owner having commercial permit with valid registration umber. In this regard, it is informed that the last date of submission of the tender documents is extended up to 30/04/2025. Other terms and condition remain the same. The tender document can be obtained from www.tripura.gov.in or District Labour Office, Dharmanagar, North Tripura.
ICA/C/4523/25

Labour Officer,
District Labour Office,
Dharmanagar.
Tripura(N)

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অথঃ সারমেয় কথা

শ্রীকুমার দত্ত

"এই, কে রে তুই" ?
যাকে প্রশ্ন করা হলো সেই আগন্তুক নির্বিকার, ভাবলেশহীন। পাশের বাড়ির ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে রইলো।
"কি রে জবাব দিচ্ছিস না যে ? কোথায় থাকিস তুই" ?
নাহ, কোনো উত্তর নেই। কিন্তু এবার সে বাড়ির সামনে দাঁড়ানো গাড়িটার উপর নির্ভয়ে মূত্র বিসর্জন করে দিলো।
" আরে, আরে তোর এতো বড় সাহস ? আমাদের গাড়িটা নোংরা করে দিলি" ?
আগন্তুকের নির্ভীক জবাব এলো - ''করেছি, বেশ করেছি। কি করবি"? এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো - "কি হয়েছে রে ? দাঁড়া আমি আসছি"। "দ্যাখ না, এই ব্যাটা কোত্থেকে এসে এখানে দাদাগিরি করছে। বেপাড়ার মাল আমাদের গাড়িটাকে নোংরা করে দিলো"। - "আরে যা ,যা আপনি গলিমে হর কুত্তা শের হোতা হ্যায়"। আগন্তুক স্পর্ধা দেখালো।
"কি ? তবে রে", বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয়জন বীরত্বের সঙ্গে ময়দানে অবতীর্ণ হলো।
ঠিক সেই সময়ই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানের সামনে পাড়ার উঠতি বয়েসের তিনজন আড্ডা মারছিলো। তারই একজন বললো - "ওই কাঁধে ব্যাগ নিয়ে চশমা পড়া লোকটা কে রে ? রোজই দেখি এক কাপ চা নিয়ে বসে নোটবুকে কি সব টুকতে থাকে"। "হবে কোনো আঁতেল কবি নইলে লেখক" - দ্বিতীয়জন বললো। তৃতীয়জন বললো - "দেখিস কোনোদিন আবার আমাদেরকে নিয়েই না গল্প ফেঁদে বসে"।
এমন সময় একটি বড় বিদেশী গাড়ি এসে পাশের বাড়ির সামনে থামতেই তার ভিতর থেকে এক যুবতী নেমে এলো। "কি হয়েছে রে" ? -"আরে দ্যাখ না কোত্থেকে এই উটোটা এসে ঝামেলা পাকাচ্ছে"। - "এই ব্যাটা রোজ আসে আর আমি ব্যালকনিতে এলে আমাকে ঝারি মারে'।
এই কথোপকথনের মধ্যেই কিছু একটা ঝামেলার আঁচ করে সেই চায়ের দোকানের সামনের তিনজনও এসে উপস্থিত। যুবতীর কথা শুনেই শুরু হয়ে গেলো বচসা। এতো সাহস ! বেপাড়া থেকে এসে পাড়ার মেয়েকে ঝারি মারা? বচসা থেকে হাতাহাতি। আগন্তুক বুঝলো যে এখানে বীরত্ব দেখিয়ে লাভ নেই। ওরা দলে ভারী। সুতরাং, যঃ পলায়তী সঃ জীবতী। রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ তুলে এক প্রাণপণ দৌড়। সেই তিনজন পাড়ার দাদাও পিছন পিছন পাড়ার সীমানা অব্দি ধাওয়া করলো।
- " কি রে লালু, ভুলু, কোথায় গেলি তোরা ? খেতে আয়"। বাড়ির ভিতর থেকে পোষা মায়ের ডাক শুনে লালু ভুলুও লেজ নাড়তে নাড়তে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলো।

ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি

রোজের খাবারে ডাল না থাকলে মুখ ভার হয়ে যায় অনেকের। কেউ কেউ খাবারের শুরুর পাতে ডাল খেলেও অনেকেই আবার ডাল খান একেবারে শেষপাতে। তবে রোজকার পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি বানানো যায় ডালের চচ্চড়ি, তা হলে কেমন হয়? চচ্চড়ি তো সব্জির বা মাছের হয় বলে শুনেছেন। কিন্তু ডালের চচ্চড়ি, সে আবার হয় নাকি!
আলবাত হয়। আর ডালের সঙ্গে যদি ঘটে চিংড়ির মেলবন্ধন, তা হলে তো কথাই নেই। চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। ডালের এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয়, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। স্বাদ বদল করতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই সহজ পদ। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায় এই পদটি।
উপকরণ: ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। মুসুরির ডাল: ২৫০ গ্রাম কুচো চিংড়ি: ২০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি: ৬ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ টম্যাটো কুচি: ৬ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা: ৪টি হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চামচ ধনে গুঁড়ো: ২ চামচ শুকনো লঙ্কা: ২টি গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম গরম মশলার গুঁড়ো: ১ চা চামচ সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ নুন-চিনি: স্বাদ মতো ঘি: ১ চামচ
প্রণালী: কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই গোটা গরমমশলা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে তাতে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা চিংড়িগুলি মিশিয়ে দিন। তার পর ভিজিয়ে রাখা ডাল দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদ মতো নুন-চিনি দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। মিনিট পনেরো পর ঢাকা খুলে দেখুন। ডাল ঘন হয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি।

আগের দিনের রেখে দেওয়া রুটি ফেলে না দিয়ে খেয়ে নেবেন কেন

মধ্যবিত্ত বাড়িতে একটা সময়ে সকালের জলখাবারে বাসি রুটি আর দুধ-চা খাওয়ার চল ছিল। কিন্তু এখন তো খাবার ধরনও বদলে গিয়েছে। তাই বাসি রুটির নাম শুনলে নাক কুঁচকে ফেলে তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু জানেন কি, বাসি রুটি খেলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা তো নেই-ই, বরং নিয়মিত বাসি রুটি খেলে ভাল থাকবে স্বাস্থ্য।
এমনকি টাটকা রুটির চেয়েও বাসি রুটি অনেক বেশি উপকারী। বিশেষ করে যাঁরা দুধ-রুটি খেতে ভালবাসেন, তাঁরা অবশ্যই দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি!
১) রক্তচাপ এবং শর্করা নিয়ন্ত্রণে আপনার কি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে? এই সমস্যা এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই। দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই অসুখ। অন্য দিকে ডায়াবিটিসের জন্যও উপকারী বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।
২) পেটফাঁপার সমস্যায়
বদহজম কিংবা পেটের সমস্যায় জেরবার? দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটিতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এমনকি নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলেও বাসি রুটি হতে পারে তার সহজ সমাধান।
৩) ওজন ঝরাতে
সহজে রোগা হওয়ার নানা উপায় তো রয়েছেই। তবে বাসি রুটির ক্যালোরি টাটকা রুটির চেয়ে কম। অবিশ্বাস্য হলেও এ কথা সত্যি। তাই যাঁরা সহজে ওজন ঝরাতে চাইছেন, তাঁরা বাসি রুটি খেয়ে দেখতেই পারেন।

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়? দীর্ঘ ক্ষণ ভাল রাখবেন কোন উপায়ে?

স্বাস্থ্য এবং ত্বকের একসঙ্গে যত্ন নেওয়া কঠিন। তবে নিয়ম করে যদি পেঁপে খাওয়া যায়, তা হলে এই কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। রোজের ডায়েটে পেঁপে রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদেরাও। পেঁপেতে রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। বিশেষ করে পাকা পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস সত্যিই ভীষণ কার্যকরী। অনেকেই অন্যান্য ফলের সঙ্গে টিফিনে পেঁপে নিয়ে যান।
সকালে তাড়াহুড়ো এড়াতে রাতেই ফল কেটে রাখেন। তবে সে ক্ষেত্রে পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি।
ফ্রিজে রাখুন
পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে হলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। পেঁপেগুলি টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খাওয়ার অনেক ক্ষণ আগে বার করে নেবেন না। মিনিট দশেক আগে বাইরে রাখলেই হবে। তা হলে পেঁপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই।
খবরের কাগজ জড়িয়ে রাখুন
যতটুকু খাবেন সেটুকু কেটে নিয়ে বাকি অংশটি খবরের কাগজে মুড়িয়ে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খবরের কাগজে মুড়িয়ে রাখলে ২-৩ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে পেঁপে। কাঁচা এবং পাকা দু''রকম পেঁপের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।
বায়ুনিরোধী কৌটোতে রাখুন
পেঁপে অনেক ক্ষণ টাটকা এবং সতেজ রাখতে চাইলে বায়ুনিরোধী কোনও কৌটোতে ভরে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। যে কৌটোতে পেঁপে রাখছেন সেটি পরিষ্কার হওয়া জরুরি। তবে পেঁপে খাওয়ার আগে ফ্রিজ থেকে বার করে ঠান্ডা ছাড়িয়ে নিন। পেঁপে এমনিতেই ঠান্ডা। তার উপর সরাসরি ফ্রিজের পেঁপে খেলে সর্দি-কাশির ঝুঁকি থেকে যায়।
খোসা-সহ রাখুন
পেঁপে টাটকা রাখতে চাইলে খোসা-সহ রাখুন। খোসাসমেত রাখলে ফল সহজে নষ্ট হয় না। টুকরো করে রাখলেও খোসা-সহ রাখুন। খাওয়ার আগে খোসা ছাড়িয়ে নিন।

ক্ষতিগ্রস্ত চুল কি আবার আগের মতো ঝলমল করে উঠতে পারে

গত বছর পুজোর আগে কায়দা করে চুল সোজা করিয়েছিলেন। মাস দুয়েক চুল বেশ ভাল ছিল। চুলের জেল্লা, মসৃণ ভাব সকলের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়ে। কিন্তু কিছু দিন পর থেকেই শুরু হল সমস্যা। কোনও কারণ ছাড়াই মুঠো মুঠো চুল হাতে উঠে আসছে। নামী-দামি তেল মেখে, বিভিন্ন ''ট্রিটমেন্ট'' করিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, তাপ দিয়ে চুলের প্রোটিনের বন্ড এক বার নষ্ট হয়ে গেলে তা কোনও ভাবেই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর পর থেকেই চুলের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির শুরু হয়।
চুলে অতিরিক্ত তাপ লেগে ডগা ফেটে যেতে পারে। চুলেরও নিজস্ব চক্র আছে। সেই চক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে থাকা চুলের উপর কায়দা করলে ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। কারণ, অতিরিক্ত তাপে চুলের স্থিতিস্থাপকতা বা "ইলাস্টিসিটি" নষ্ট হয়। চুলের গোড়া আলগা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকেরই মনে হতে পারে চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে? চুল নিয়ে গবেষণা করেন জ্যামিন লিম। তাঁর মতে, শুধু কায়দা করলেই যে চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা নয়। চুল শুকোতে নিয়মিত ব্লো ড্রাই করলেও কিন্তু একই ভাবে চুলের ক্ষতি হতে পারে। চুলের প্রতিটি স্ট্র্যান্ড কেরাটিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে আলফা হেলিক্স নামক যৌগ। মাত্রাতিরিক্ত তাপ এই যৌগটি নষ্ট করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক জেল্লা তো নষ্ট হয়েই, সঙ্গে ফলিকলেও এর প্রভাব পড়ে।
কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন চুলের ক্ষতি হয়েছে?
১) কেটারিন ট্রিটমেন্ট কিংবা ব্লো ড্রাই করার পরে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। চুলের স্বাভাবিক জেল্লা ধরে রাখে কিউটিকল। তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
২) চুলের ডগা ভেঙে যাওয়া, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তাপের কারণে।
৩) সামান্য হাওয়া দিলেই চুল উস্কখুস্ক হয়ে পড়াও কিন্তু এই ক্ষতির লক্ষণ। কেঁকড়ানো চুল বশে রাখা সমস্যার হলেও সোজা চুলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।
৪) যথেষ্ট তেল মাখার পরেও যদি সমানের চুলে জট পড়তে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে হচ্ছে।
৫) সাধারণ ভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চুল প্রতি দিন মাথা থেকে ঝরে পড়তেই পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পরিমাণটি বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০-তে পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে এই পরিমাণ চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

বাড়িতেই কী ভাবে বানাবেন পারফেক্ট বাটার চিকেন?

ভারতের যে কয়েকটা পদ মূলত, ভারতীয় খাবারকে বিশ্ব আঙিনায় একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এই বাটার চিকেন। তাই বিশ্ব বিখ্যাত শেফেরাও একাধিকবার দিল্লি ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অথেনটিক রেসিপি পেতে। নুন, মিষ্টি এবং টকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই পদ।
কথায় বলে 'দিল্লিওয়ালো কি আন, বান, শান বাটার চিকেন'। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছে থেকে কোহিমা পর্যন্ত মুরগির মাংসের এই একটা পদ প্রসিদ্ধ সব জায়গায়। খাঁটি মাখন, টমেটো পিউরি তে দীর্ঘক্ষণ কষে প্রস্তুত করা হয় মাংস। যদিও নানা রাজ্যে এই পদের স্বাদ খানিকটা বদলে বদলে যায়। তবে যদি অথেনটিক বাটার চিকেন খেতে চান তাহলে যেতে হবে দিল্লিতে। ভারতের যে কয়েকটা পদ, মূলত ভারতীয় খাবারকে বিশ্ব আঙিনায় একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এই বাটার চিকেন। তাই বিশ্ব বিখ্যাত শেফেরাও একাধিকবার দিল্লি ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অথেনটিক রেসিপি পেতে। নুন, মিষ্টি এবং টকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই পদ। যা সঠিক ভাবে রান্নায় নিয়ে আসা মোটে সহজ কাজ নয়। থাকে স্মোকি ফ্লেভার, ঐতিহ্য মেনে তন্দুরি চিকেন দিয়ে তৈরি করতে হয়। লাগে প্রায় ৩৮০-৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। কিন্তু এত কিছু বাড়িতে আয়োজন করাটা সম্ভব হয় না। তবে কিছু নিয়ম মানলে বাড়িতেও 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন বানানো সম্ভব। রইল সেই রেসিপি। ১। বাড়িতে 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন রান্নার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে আগের দিন সন্ধ্যে থেকেই। একটা কর্ক চিকেন কিনে তাকে চার টুকরো করে নিন। ২। একটা বড় পাত্রে এক লিটার জল দিয়ে তাতে ১০ চা চামচ নুন গুলে দিন। এবার ওই জলে মাংস ডুবিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন ৩ ঘন্টার জন্য। ৩। প্রথম ম্যারিনেশনের জন্য, ২ চা চামচ লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ আদা-রসুন-লঙ্কার পেস্ট মিশিয়ে নিন। সঙ্গে দিন ১ চা চামচ দেশী ঘি। এক চিমটে নুন। আগেই নুন ভেজানো ছিল তাই বেশি নুন প্রয়োজন নেই। ৪। মুরগির মাংস ফ্রিজ থেকে বার করে পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। ভাল করে জল ঝরিয়ে মিশিয়ে রাখা মশলাটি দিয়ে ম্যারিনেট করে সারারাত ফ্রিজে রেখে দিন। ৫। একই সঙ্গে, ১৫০ গ্রাম টক দই একটি কাপড়ের সাহায্যে জল ঝরিয়ে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ৬। পরের দিন, পরবর্তী ম্যারিনেশনের মশলা বানান। একটি প্যানে ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল গরম করে নিন। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে, আঁচ কমিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিন। এক চা চামচ দেশী ঘি, লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। কয়েক সেকেন্ড নাড়ুন, তারপর একটি বড় পাত্রে তেল ঢেলে রেখে দিন।
৭। এতে ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ চা চামচ চাট মশলা, ফ্রিজে রাখা দই, স্বাদমতো নুন, এক চিমটে ছোট এলাচ গুঁড়ো এবং ১ চা চামচ মিহি করে কাটা ধনেপাতা দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন যাতে কোনও দলা না থাকে। ৮। মুরগি ফ্রিজ থেকে বের করে নিন, এবং যদি জল বেরিয়ে থাকে তাহলে তা ঝরিয়ে নিন। এবার দ্বিতীয় মশলা ভাল করে ম্যারিনেট করে নিন। ঢেকে এক ঘন্টা রেখে দিন। এর আগে মাংসের গায়ে একটু কাট দিয়ে দেবেন। তাতে মশলা একদম ভিতর অবধি যাবে। ৯। আটটি বড় টমেটো ধুয়ে উপরের ডাঁটা বের করে নিন। টমেটোগুলো একটি ট্রেতে রেখে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওভেনে ২৫ মিনিটের জন্য রোস্ট করুন। যদি আপনি এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করেন, তাহলে তাপমাত্রা ১৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে দিন। এই প্রক্রিয়াটি টমেটো শুকিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং উচ্চ মাত্রার ফ্রি গ্লুটামেট ছাড়বে দেবে। ১০। ২৫ মিনিট (এয়ার ফ্রায়ারে ১৮-২০ মিনিট) পরে টমেটোর খোসা ছাড়িয়ে নিন। তার উপর নুন ছিটিয়ে আবার ওভেনে দিন। সঙ্গে ১৫টি কাজু বাদাম, ১০টি রসুনের কোয়া, ১ ইঞ্চি আদা কুঁচি করে কাটা, একটি কাঁচা লঙ্কা এবং ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুঁচি দিয়ে দিন। আরও ১৫-২০ মিনিট রোস্ট করুন। ১১। এবার কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ মাখন এবং ১ টেবিল চামচ যে কোনও তেল দিয়ে গরম হলে রোস্টেড টমেটোর মিশ্রণটি দিয়ে দিন। হালকা আঁচে ৮-১০ মিনিট ধরে নাড়তে থাকুন। নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা হলে সবকিছু একটা মিক্সার-গ্রাইন্ডারের জারে ঢেলে দিন, ২-৩ টেবিল চামচ বরফ-ঠান্ডা জল যোগ দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। ১২। ইতিমধ্যে , আপনার ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (যদি আপনি এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করেন তবে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) প্রিহিট করুন। ম্যারিনেট করা মুরগিটি একটি বেকিং ট্রেতে রেখে ২০ মিনিট (এয়ার ফ্রায়ারে ১৫-১৮ মিনিট) রোস্ট করুন। বার করে উলটে মাখন মাখিয়ে আরও ৫ মিনিট ভাজুন। এতেই তন্দুরি হয়ে যাবে।
১৩। এবার টমেটো পেস্ট প্যানে দিয়ে মাঝারি-উচ্চ আঁচে ১০-১২ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। নাড়া বন্ধ করবেন না, কারণ এতে দই, কাজু আছে, ফলে ধরে যেতে পারে। ১৪। এককাপ গরম জল দিয়ে ফুটতে দিন। এবার, মুরগির মাংস ওই গ্রেভিতে মিশিয়ে দিন। মেশানোর আগে ছোট টুকরো করে নিতে পারেন। ১/৪ শাহী গরম মশলা যোগ করুন। ঢেকে রেখে ৪-৫ মিনিট হালকা আঁচে রান্না করুন। ১৫। ওপর থেকে এক চা চামচ কসুরি মেথি মিশিয়ে দিন। ২ ফোঁটা কেওড়ার জল যোগ করুন। এবার আঁচ বন্ধ করে ২ টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম এবং ১ টেবিল চামচ মাখন মিশিয়ে নিন। ১৬। এমন ভাবে মেশাবেন যাতে খানিকটা ক্রিম বোঝা যায়। শেষে একটা ফয়েলে একটুকরো গরম কয়লা নিয়ে তাতে ওপর থেকে এক চা চামচ ঘি ঢেলে তা বাটার চিকেনের পাত্রে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়ে রেখে দিন ১০ মিনিট। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুললেই রেডি 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন। সুন্দর করে পরিবেশন করুন রুটি বা পরোটার সঙ্গে।

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

বাসি খাবার যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। কিন্তু না চাইতেও অনেক সময়ে খাবার বেঁচে যায়। ইদানীং ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আবার পরিমাণে কম খান অনেকে। ফলে বাড়িতে যা রান্না হয়, অনেক সময় তা অধিকাংশই বেঁচে যায়। বাসি খাবার শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয় ঠিকই, তবে আগের রাতে রান্না করা মাংস যদি বেঁচে যায়, তা হলে ফেলে না দিয়ে বরং বানিয়ে নিতে পারেন নতুন কোনও পদ।
বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?
চিকেন স্যান্ডউইচ
কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে ঝোলমাখানো মাংসের টুকরোগুলি খুন্তি দিয়ে নেড়ে ভর্তার মতো করে নিন। তার পর স্লাইস পাউরুটি সেঁকে নিয়ে মাঝে চিকেনের এই পুর ভরে দিন। পাতলা করে কেটে শসা, টোম্যাটোও দিতে পারেন। চাইলে চিজ দিতে পারেন। তবে না দিলেও অসুবিধা নেই। এমনিই ভাল লাগবে।
চিকেন পরোটা
আগের রাতের বাসি চিকেন দিয়েই সকালের সুস্বাদু জলখাবার হতে পারে। মাংসের টুকরোগুলি ছিঁড়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। চাইলে ময়দা মাখার সময়ে জোয়ান ছিটিয়ে দিতে পারেন। খাওয়ার সময়ে মুখে পড়লে ভাল লাগবে। গোল করে বেলে ভেজে নিন। আচারের সঙ্গে বেশ খেতে লাগবে। চিকেন নুডলস একঘেয়ে স্বাদের নুডলসের বদলে চিকেন দিয়ে একটু অন্য রকম কিছু বানিয়ে নিতে পারেন। পেঁয়াজ কুচি, রসুন, সবুজ লঙ্কা আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। তার পর সেদ্ধ করা নুডলস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু জলখাবার।
চিকেন পোলাও
গোবিন্দভোগ চাল, দারচিনি, লবঙ্গ, কাজু-কিশমিশ কমবেশি সকলের হেঁশেলেই থাকে। বেঁচে যাওয়া মাংস দিয়ে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন পোলাও। একটু ঘি ছড়িয়ে দিলেই অনবদ্য স্বাদ হবে। চিকেন রোল বর্ষায় মোগলাই, রোল খেতে মন চায়। তবে দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন।

ফের বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দিলীপ ঘোষের

নদিয়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): 'আমি নিজের ক্ষমতায় রাজনীতি করি। কর্মীদের নিয়ে রাজনীতি করি।' বুধবার কৃষ্ণনগরে "চায়ে পে চর্চা"য় যোগ দেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বঙ্গ বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ফের বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দাগেন।

কয়েকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে রয়েছেন। তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর দিলীপ ঘোষকে সমর্থন করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিন বিজেপি নেতা বলেন, 'আমায় কে কীভাবে সমর্থন করল তাতে কিছু যায় আসে না। কর্মীদের নিয়েই থাকব, কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করি। হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, এখনও রয়েছে।'

বুধবার ফের বিরোধীদের নিয়ে সরব হন দিলীপ ঘোষ। কথা বলতে গিয়ে তিনি কয়েকদিন আগে তাঁকে রাস্তা উদ্বোধনে বাধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

সেদিন তিনি বিক্ষোভকারী মহিলাদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। বুধবার নদিয়ার গাংনাপুরে তার উল্লেখ করেন।

দিলীপবাবু বলেন, ভোট এসে গিয়েছে। কেউ কেউ ফুরফুরা শরিফে ধরনা দিচ্ছে। উনি দেখাচ্ছেন জগন্নাথ মন্দির তৈরি করে দিচ্ছেন। জগন্নাথ কি বলেছে আমার মন্দির তৈরি করে দাও? গোরু মেরে জুতো দান হচ্ছে? তাই এই যারা ভেকধারী, কেউ পুতনা, কেউ হিড়িম্বা এদের চিনতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিকই চিনেছিলেন।

ছাড়েনি পুতনাকে। উনি বুঝেছিলেন কে পুতনা, তিনি তাঁর প্রাণ নিয়ে নিয়েছিলেন।

খড়গপুরে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমি সেদিন কটা পুতনাকে তাড়া করেছিলাম। বলেছিলাম গাড়ি চালিয়ে দেব বুকের উপর দিয়ে। কিছু সেকুলারের খুব কষ্ট হয়েছিল, মেয়ে বলে। ভাই, তোরা তো মেয়েদের ভোগের বস্তু বলে মনে করিস। কোনও দিন তো প্রণাম করিসনি।

দিলীপবাবু বলেন, "আমরা মা সীতা, মা দ্রৌপদীকে মায়ের আসনে বসিয়েছি। মায়ের আসনে সীতাকে বসাব, পুতনাকে বসাব না। এই পুতনাদের বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালাব আমরা। কারণ ওরা ছদ্মবেশে মা সেজে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ৬ দিন বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন। আমাদের ৬০ বছর বয়স হয়ে গেল। এবার বুঝুন। পুতনা যদি সত্যিই মা হতেন তাহলে আমরা তার ছবি রাখতাম। আমরা তো সীতার ছবি রাখি। নিজের ছেলেকে দুধ দেয় না সে পরের ছেলেকে দুখ খাওয়াতে এসেছে।"

কথা বলতে দিচ্ছেন না অধ্যক্ষ, অভিযোগ রাহুলের; অসন্তোষ প্রকাশ বিড়লার

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমি জানি না কী হচ্ছে... আমি তাঁকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি (স্পিকার) পালিয়ে গেলেন। এটা সংসদ চালানোর কোনও উপায় নয়। স্পিকার চলে গেলেন এবং আমাকে কথা বলতে দিলেন না, তিনি আমার সম্পর্কে ভিত্তিহীন কিছু বললেন। তিনি সংসদ মুলতবি করে দিলেন, এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। যখনই আমি দাঁড়াই, আমাকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়, আমি কিছুই করিনি, আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। এখানে গণতন্ত্রের কোনও স্থান নেই, আমি (মহা) কুম্ভমেলা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমি বেকারত্ব নিয়েও কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, 'আপনার (রাহুল গান্ধী) কাছ থেকে আশা করা যায়, তিনি সংসদের মর্যাদা ও পবিত্রতার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখবেন। আমার জানা মতে, এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে সাংসদরা সংসদের মর্যাদা ও পবিত্রতার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করেননি। পিতা, কন্যা, মা, স্ত্রী এবং স্বামীরা এই সংসদের সদস্য ছিলেন। তাই, এই প্রেক্ষাপটে, আমি আশা করি, বিরোধী দলনেতা নিয়ম অনুসারে আচরণ করবেন। বিশেষ করে এলওপির কাছ থেকে তাদের আচরণ বজায় রাখার আশা করা হচ্ছে।'

অশান্ত রবীন্দ্রভারতী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশবাহিনী

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবারও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলে। ক্যাম্পাসের গেট আটকে রাস্তার সামনে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চেয়ে জোরালো হচ্ছে প্রতিবাদ। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশাল সংখ্যায় গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ মোতায়েন হয়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অস্থায়ী উপাচার্যকে নিরাপত্তা দেবে পুলিশ। প্রয়োজনে সাহচর্য দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

সোম ও মঙ্গলবার জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে অস্থায়ী উপাচার্যের বিরুদ্ধে জোরালো বিক্ষোভ শুরু হয়। গতকাল পড়ুয়াদের একটা অংশ উপাচার্যের ঘরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। উপাচার্যের ঘরের দরজায় তালাও মেরে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে অস্থায়ী উপাচার্যের পদে নিয়োগ করেছিলেন।

ভারতের নির্বাচন বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বৃহত্তম : জ্ঞানেশ কুমার

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): নির্বাচন কমিশন বুধবার নতুন দিল্লিতে এক লক্ষেরও বেশি বুথ লেভেল অফিসারের জন্য প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ডঃ বিবেক যোশীর সঙ্গে দিল্লিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট-এ অনুষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন।

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের একশোরও বেশি বিএলও দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন, যার সঙ্গে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, পুদুচেরি এবং তামিলনাড়ুর ২৪ জন নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা এবং ১৩ জন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাও অংশগ্রহণ করছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ভারতের নির্বাচন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন ১০ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বুথ তৈরি করেছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এক লক্ষেরও বেশি বিএলওকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বেলেঘাটায় রাস্তার ধারের দোকানে আচমকা বিধ্বংসী আগুন

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবার বেলেঘাটায় রাস্তার ধারের দোকানে আচমকাই বিধ্বংসী আগুন লাগে। দাউদাউ করে আগুন নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে।

বরফকলের কাছে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫টি। বিপদ এড়াতে শিয়ালদহমুখী রাস্তায় যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৈরি হয় বড় রকমের যানজট।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলেঘাটা থানার পুলিশ। গোটা এলাকায় ঘিরে রাখা হয়। আতঙ্কিত বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে তৎপর হয় পুলিশ।

শুভেন্দুদের গাড়িতে 'হামলা': হাই কোর্ট অসন্তুষ্ট পুলিশি পদক্ষেপে, নয়া রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বারুইপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়কেরা হামলার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনায় পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে বুধবার অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাই কোর্ট। এদিন ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি ছিল উচ্চ আদালতে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বৃহস্পতিবারের মধ্যে পুলিশকে নতুন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সাড়ে ৪টেয় মামলার পরবর্তী শুনানি।

শুভেন্দুবাবুর আইনজীবীকে বিচারপতির নির্দেশ, ১৯ মার্চের ঘটনার যাবতীয় ভিডিয়ো ফুটেজ রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। পুলিশকেও বৃহস্পতিবারের মধ্যে নতুন করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন বিচারপতি।

শুনানিতে বিচারপতির বক্তব্য, শুভেন্দুদের গাড়িতে কালো পতাকা দেখানোর নাম করে কেউ কেউ হামলে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় পুলিশ কেন কারও অভিযোগের জন্য অপেক্ষা করবে? বিচারপতির কথায়, "রাজ্য তো রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করবে। পুলিশ কেন পদক্ষেপ করবে না?" জবাবে রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর হামলার ছবি মেলেনি। গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও কোনও ছবি নেই।" পাল্টা শুভেন্দুর আইনজীবী বলেন, "মামলার নথিতেই আক্রমণের ছবি রয়েছে।" রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, "ওই ছবি আমরা উদ্ধার করতে পারছিনা।"

সাক্ষীই অভিযুক্ত, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডি-র মামলায় হল না সাক্ষ্যগ্রহণ

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির দায়ের করা মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিচার ভবনে। বুধবারও সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ছিল এক ব্যক্তির। ঘটনাচক্রে, তিনি আবার নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত বলে অভিযুক্ত এক সংস্থার ডিরেক্টর! দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকায় অভিযুক্ত আরও এক সংস্থার প্রতিনিধিত্বও করছেন ওই ব্যক্তি। সে কারণে বুধবার ইডির বিশেষ আদালতে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়ার কথা থাকলেও তা হল না।

ওই সাক্ষী অভিযুক্ত দুই সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে বুধবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত। বিচারক ওই সাক্ষীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, তিনি 'অনন্ত টেক্সটাইল' এবং 'ভিউমোর হাইরাইজ' নামে ইডির চার্জশিটে থাকা দু'টি অভিযুক্ত সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

প্রসঙ্গত, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে একটি আবার বেলঘরিয়ায় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের যে আবাসন থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছিল, সেই ঠিকানায় অবস্থিত। এর পরেই ইডির বিশেষ আদালতের বিচারক জানিয়ে দেন, একই ব্যক্তি দুই পক্ষের হয়েই সাক্ষ্য দিতে আসায় তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ করা যাচ্ছে না।

পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে মিষ্টির বাক্সে বোমা

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবার সকালে দেগঙ্গার চৌরাশিয়া পঞ্চায়েত প্রধান বাপ্পা মণ্ডলের বাড়িতে একটি মিষ্টির বাক্স পাওয়া যায়। বাক্স খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ভিতরে রাখা দুটি তাজা বোমা। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এই বাক্স পাঠাল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বাড়ির দরজা খুলতেই দেখা যায়, সিঁড়ির উপর রঙিন কাগজে মোড়া একটি বাক্স রাখা। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বাকিদের ডাকা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দেগঙ্গা থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে। পঞ্চায়েত প্রধান বাপ্পা মণ্ডলের আশঙ্কা, রাজনৈতিক বিরোধী শিবির ভয় দেখাতেই বোমা পাঠিয়েছে। তবে এভাবে ভয় দেখানো সম্ভব নয় বলেও দাবি তাঁর।

এদিকে মিষ্টির বাক্সে বোমা পাঠানোর কায়দা দেখে একটাই প্রশ্ন ঘুরছে স্থানীয়দের মনে, তবে কি 'পার্সেল বোমা সংস্কৃতি' ফিরল বাংলায়?

জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইন গ্রাহক সুরক্ষার বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে : প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইন গ্রাহক সুরক্ষার বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, ভারত সরকার খাদ্যে ভেজালের অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এদিন লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে যোশী বলেন, খাদ্যে ভেজালের অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার তদন্ত করে এবং খাদ্যদ্রব্য মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত না হলে ফৌজদারি ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষার জন্য এফএসএসএআই-এর ২৪২টি পরীক্ষাগার, সারা দেশে চারটি রেফারেল পরীক্ষাগার এবং ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষার পরীক্ষাগার রয়েছে। তিনি বলেন, সরকার খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপকভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে যোশী বলেন, জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইন গ্রাহক সুরক্ষার জন্য একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

ছত্তিশগড়ে পেট্রোল বোঝাই ট্যাঙ্কার উল্টে দুর্ঘটনা

রায়গড়, ২৬ মার্চ (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের ধর্মজয়গড় থেকে পাথলগাঁও যাওয়ার রাস্তায় তেজপুর গ্রামের কাছে বুধবার দুপুরে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। পেট্রোল বোঝাই একটি ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার পর ট্যাঙ্কার থেকে তেল চুঁইয়ে পড়তে শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা বালতি, বোতল নিয়ে তা সংগ্রহ করতে ভিড় জমায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মানুষকে সরিয়ে দেয়। ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হয়। হতাহতের কোনও খবর নেই। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হীড়বাঁধ পঞ্চায়েতে চুরি, বিজেপির বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.) : বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির তথ্য লোপাট করতেই হীড়বাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিজেপির দাবি, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ শেষের মুখে পঞ্চায়েতে চুরির এই ঘটনা নিছকই পরিকল্পিত। তারা অভিযোগ করে, বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির তথ্য সামনে এলে শাসক দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই চুরির নাটক করা হয়েছে।

বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডলের অভিযোগ, 'অডিটের আওতায় সমস্ত নথি চলে যাওয়ার আগেই পরিকল্পিতভাবে পঞ্চায়েত অফিসে চুরির ঘটনা ঘটিয়ে দুর্নীতির তথ্য লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে।'

বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সোমবার পঞ্চায়েতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা আলমারি ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ নথি তছনছ করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। বিজেপির দাবি, পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে।অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। হীড়বাঁধ ব্লকের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ মাঝি বলেন, 'এটা নিছকই একটি চুরির ঘটনা। বিজেপি অহেতুক রাজনীতি করছে।'

বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

হরিয়ানায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত মহিলা

পলওয়াল, ২৬ মার্চ (হি.স.): হরিয়ানার পলওয়াল জেলায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। বুধবার দুপুরে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , ধতীর-মিন্ডকোলা রোডে এক মহিলা গাছের ছায়ায় বসে মধ্যাহ্নভোজন করছিলেন। সেই সময় একটি দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান ,মৃতার নাম রামদেবী আহীরবার। সেখানে তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন। গাছের ছায়ায় বসে মধ্যাহ্নভোজনের সময় মিন্ডকোলা গ্রামের দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আঘাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। চালক পলাতক। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পঞ্জাবে ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ; ওষুধ, কৃষি ও স্বাস্থ্যের ওপর জোর

চণ্ডীগড়, ২৬ মার্চ (হি.স.): পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল চিমা বুধবার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পঞ্জাবের বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটে মাদকের ঝুঁকি মোকাবিলা, ফসলের বৈচিত্র্যকরণ, খড় ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি আম আদমি পার্টি (এএপি) সরকারের চতুর্থ বাজেট। মোট ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি এই বাজেটকে তিনি "বদলতা পঞ্জাবের ভবিষ্যৎ বাজেট" হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা ২০২৫-২৬ সালের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করবে।

যদিও বাজেটে কোনও নতুন কর আরোপ করা হয়নি, মহিলাদের মাসিক ১,০০০ টাকা দেওয়ার বিষয়েও নীরবতা পালন করা হয়েছে, যা পঞ্জাবে ক্ষমতায় আসার আগে এএপি-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে একটি ছিল। পঞ্জাব বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতার সময়, চিমা মাদকের ঝুঁকি রোধে রাজ্য সরকারের মাদক বিরোধী অভিযান সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেন, কৃষিকাজ এবং এর সহযোগী খাতের জন্য ১৪,৫২৪ কোটি টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যেখানে ফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য ১১৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, কৃষকদের জন্য বিদ্যুৎ ভর্তুকি এবং সাধারণ জনগণকে ৩০০টি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ইউনিট প্রদান অব্যাহত থাকবে।

ডুয়ার্সের লিস নদীর পাড়ে শুটিং কার্তিক-শ্রীলীলার

মালবাজার, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবার সকালে ডুয়ার্সের লিস নদীর পাড়ে অনুরাগ বসুর ফ্রেমে শুটিং করতে দেখা গেল কার্তিককে। এদিন সকাল থেকেই শুটিং চলে বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের লিস নদীর ধারে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ডুয়ার্সে এসেছেন অনুরাগ বসু। এবার ডুয়ার্সে পা রেখেই শুটিং শুরু করলেন বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। এই ছবিতে কার্তিকের বিপরীতে দেখা যাবে দক্ষিণি অভিনেত্রী শ্রীলীলাকে। তাঁকেও এদিন দেখা গিয়েছে শুটিংয়ে। চোখের সামনে শ্রীলীলাকে দেখে সেলফি তুলতে ভিড় জমান ভক্তরা। তাদের সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

রামনবমীতে নতুন পামবান সেতুর উদ্বোধন, মন্দিরে পুজো দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): আগামী ৬ এপ্রিল, রবিবার রামনবমীর দিন উদ্বোধন হতে চলেছে নতুন পামবান সেতুর। ওই দিন নতুন পামবান সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও ওই দিন তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের রামনাথস্বামী মন্দিরে প্রার্থনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন পামবান রেল সেতুর কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম দ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তকারী নতুন এই পামবান রেল সেতু এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামেশ্বরমের রামনাথস্বামী মন্দিরে প্রার্থনা করবেন এবং নতুন পামবান সেতুর উদ্বোধন করবেন।

বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিপত্তি, বিস্ফোরণে আহত দুই শিশু-সহ ৩

মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ (হি.স.): ফের বোমা বিস্ফোরণ! বল ভেবে বাড়িতে বোমা কুড়িয়ে নিয়ে আসার পর বিস্ফোরণ। ঘটনায় গুরুতর জখম দুই শিশু ও মা-সহ তিনজন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বহরমপুর থানা এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বহরমপুর থানার নিয়াল্লিসপাড়া গোয়ালজন এলাকার বহড়া গ্রামে বাসিন্দা আতাহার শেখের বাড়িতে বুধবার সকালে দুটি সকেট বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনায় এক মহিলা ও দুই শিশু গুরুতর আহত হয়।

শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর যায় পুলিশে। আহতদের উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুই শিশুর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। আহতরা ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

কী করে বাড়িতে ওই সকেট বোমা এল? স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মাঠে খেলা করতে গিয়ে এক শিশু লোহার বল ভেবে সকেট বোমা দু'টি মাঠ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রাখে। তাতেই বিপত্তি হয়! মাঠে কে বা কারা বোমা রাখল? কেন বা মজুত করা হয়েছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

চাষের জমি থেকে উদ্ধার মহিলার আধপোড়া মৃতদেহ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ মার্চ (হি.স.)। বুধবার আমডাঙার হরিশচন্দ্রপুর এলাকায় চাষের জমি থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার আধপোড়া মৃতদেহ! স্থানীয় কৃষকরা সকালে চাষ করতে গিয়ে ওই মৃতদেহ প্রথম দেখতে পান। ঘটনা জানাজানি হতেই বুধবার সকালে চাপা উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিন সকালে আমডাঙার হরিশচন্দ্রপুরের ওই জমিতে চাষের কাজে গিয়েছিলেন স্থানীয় কৃষকরা। মাঠের মধ্যেই কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। কাছে যেতেই কৃষকরা আঁতকে ওঠেন। সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায় এক মহিলার আধপোড়া অর্ধনগ্ন মৃতদেহ। শরীরের বেশ কিছু জায়গা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্রুত পুলিশে খবর দেওয়া হয়। আমডাঙা থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। চাষের জমির ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। তদন্তের জন্য পুলিশ কুকুরও নিয়ে যাওয়া হয়। ওই মহিলা স্থানীয় নন বলেই প্রাথমিক খবর। 'ধর্ষণ' করে তাঁকে 'খুন' করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, পরিচয় যাতে না জানা যায়, সেজন্যই কি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল?

অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত, সুকমায় আত্মসমর্পণ ৯ মাওবাদীর

সুকমা, ২৬ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল ৯ জন মাওবাদী। বুধবার ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় ৯ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। এর মধ্যে ৬ জন মহিলা মাওবাদীও রয়েছে। এই মাওবাদীদের মাথার দাম ছিল ২৬ লক্ষ টাকা। বুধবার আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা অনেক বড় বড় হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত ছিল। পুলিশ এবং সিআরপিএফের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছে। রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্প অনুযায়ী, মাওবাদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ গঙ্গারাম চহ্বান বলেছেন, '৯ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছে। এই নকশালরা কিছু বড় ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। সরকারের আত্মসমর্পণ নীতির অধীনে তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।'

ফের আবর্জনা নিয়ে গোলমাল হাওড়ায়

হাওড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): বেলগাছিয়ার ভাগাড়ে ময়লা ফেলতে নিষেধ করেছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নতুন করে কোথায় আবর্জনা ফেলা হবে সেই স্থানও নির্বাচন করে দিয়েছে প্রশাসন। বুধবার সকালে সেখানে ময়লা ফেলতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন হাওড়া পুরসভার কর্মীরা।

দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও ফিরে যেতে হল ২০টির বেশি জঞ্জালবোঝাই গাড়িকে। দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের একটাই দাবি, এই এলাকায় জঞ্জাল ফেলা যাবে না।

মঙ্গলবারই পুরমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, বেলগাছিয়ার ভাগাড়ে আর আর্বজনা না ফেলে হাওড়া পুরসভার ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুলিশ অ্যাকাডেমি ও হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, ফুটবল অ্যাকাডেমির পাশে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ফাঁকা জমিতে মাস দেড়েকের জন্য জঞ্জাল ফেলা হোক।

সেই মতো মাঝ রাতে থেকে প্রস্তুতিও শুরু করে পুরসভার সাফাই বিভাগ। বুধবার সকাল থেকে আর্বজনা বোঝাই ২০টির বেশি গাড়ি আড়ুপাড়ার নির্ধারিত জায়গায় এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েও পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়ে সব গাড়িগুলি রাস্তাতেই আটকে দেন। প্রবল বাধার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত পুরসভার গাড়িগুলি আর্বজনা না ফেলেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুরসভার পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

কাকদ্বীপে রেলগেট পারাপারের রাস্তা বন্ধ, অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার উকিলেরহাট রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বন্ধ হয় রেলগেট পারাপারের রাস্তা।

জানা গেছে, রেল কর্তৃপক্ষ সেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। এর জেরে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়দের একাংশ।

উলুবেড়িয়ায় জলের পাইপলাইনে ফাটল, ভোগান্তি মানুষের

হাওড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুধবার সকাল থেকে উলুবেড়িয়ায় জল সরবরাহ ব্যাহত হয়। ভোগান্তি হয় স্থানীয় মানুষদের। উলুবেড়িয়া পুরসভার সাতটি ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। শুরু হয় পাইপলাইন মেরামতির কাজ। সন্ধ্যার মধ্যে মেরামতির কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা পুর কর্তৃপক্ষের। বেলগাছিয়ার পর এ বার হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় জলের সংযোগপথে ছিদ্র হয়। এ দিন সকাল থেকেই তীব্র জল সঙ্কটে ভোগেন উলুবেড়িয়া পুরসভা এলাকার একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। নাগরিক সমস্যা মেটাতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জলের গাড়ি পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে পুরসভা।

জাতপাত ইস্যুতে ও বর্তমান সরকারের দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মিছিল ও পথসভা সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ মার্চ:জাতপাত ইস্যুতে ও বর্তমান সরকারের দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মিছিল ও পথসভা করলো সিপিআইএম বিলোনিয়া শহরাঞ্চল কমিটি। বুধবার দুপুরে মিছিল শুরু হয় বিলোনিয়া হল চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকা থেকে। মিছিলটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় বনকর বাজার সংলগ্ন কৃষ্ণ মূর্তির পাদদেশের সামনে হয় পথসভা।

এই দিনের আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফ আই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা পার্টির শহরাঞ্চল কমিটির সম্পাদক মধুসূদন দত্ত, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আশীষ দত্ত , সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক। বক্তারা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন বিরোধী দল নেতা তথা সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন চৌধুরীকে বিধানসভাতে জাতপাত তুলে আক্রমণের বিরুদ্ধে ধীক্কার জানিয়ে বর্তমান সরকারের জাত পাত ইস্যুতে বিভিন্ন দুর্নীতির কথা তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন।

পাশাপাশি গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে সকলে সামিল হওয়ার জন্যও আহ্বান জানান বক্তাগণ এই দিনের আয়োজিত মিছিল ও পথসভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা আশু দেবনাথ , মানব রায় , গৌতম সেন, সুবল রায় মৃদুল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

অর্কনীড়ের উদ্যোগে সিপাহিজলাতে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রমোশন প্রোগ্রামের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ মার্চ:স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিডবি) ধলাই এবং সিপাহীজলা জেলায় মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইউনিট গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে মোট পাঁচশ মাইক্রো ইউনিট গড়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা এনবি ইনস্টিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজি 'অর্কনীড়'। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিপাহীজলা জেলার মাইক্রো ইউনিট প্রতিস্থাপনের শুভ সূচনা হয়। চাম্পামুড়াস্থিত মাইক্রো ইউনিট প্রতিস্থাপন সহায়তা কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিডবির আগরতলা ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার দেবর্ষি বিশ্বাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এন বি আই আর টি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কপিলবরণ ভৌমিক, টেকনিক্যাল এডভাইজার পিএল ঘোষ, স্থানীয় গ্রাম প্রধান শংকর পাল প্রমুখ। সিডবির অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার দেবর্ষি বিশ্বাস বলেন বৃহত্তর জনসংখ্যার দেশে শুধু সরকারি চাকরিতে বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি চাইছে বেকার যুবক-যুবতীদের লঘু উদ্যোগপতি হিসেবে গড়ে তুলতে। এতে নিজেদের যেমন কর্মসংস্থান হবে তেমনি পাশাপাশি অন্য যুবক যুবতীদের কাজের সুযোগ হবে।

এই সেন্টারে বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিস্থাপনে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এনবিআইআরটি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কপিল বরণ ভৌমিক বলেন অর্কনীড় সারা বছর যুবক যুবতীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা দেখানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে , যার ফল স্বরূপ রাজ্যে ও বহি রাজ্যে অনেকে কাজ করছে এবং রোজগারও করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আবার বাড়বে গরম কলকাতায় ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আবারও তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী ৪ দিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ৪-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, তারপর আবহাওয়া বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী তিন দিনে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের জেলাগুলিতে ৪-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। অর্থাৎ, দিনের তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৩৫ ডিগ্রির গণ্ডি। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।

ভূপেশের বাসভবনে সিবিআই হানা, রায়পুর ও ভিলাইয়ের বাড়িতে তল্লাশি

রায়পুর, ২৬ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাসভবনে হানা দিল সিবিআই। বুধবার সকাল থেকে ভূপেশের রায়পুর ও ভিলাইয়ের বাসভবনে তল্লাশি চালাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা। সিবিআই-এর এই অভিযান প্রসঙ্গে ভূপেশ বাঘেলের এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, 'সিবিআই এসেছে। ৮ ও ৯ এপ্রিল আহমেদাবাদে (গুজরাট) অনুষ্ঠিতব্য এআইসিসি সভার জন্য গঠিত খসড়া কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে, সিবিআই রায়পুর এবং ভিলাইয়ের বাসভবনে পৌঁছেছে।'

মেয়ে ও বাবাকে খুন করে আত্মঘাতী যুবক চাঞ্চল্য আরা স্টেশনে

আরাহ, ২৬ মার্চ (হি.স.): বিহারের আরা রেল স্টেশনে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১৬-১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকা ও তাঁর বাবাকে গুলি করে খুন করার পর আত্মঘাতী হল এক যুবক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। এএসপি পরিচয় কুমার বলেছেন, 'আরা রেলওয়ে স্টেশনের ৩ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানের ওভারব্রিজে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনজন মারা গেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ২৩-২৪ বছর বয়সী এক যুবক, ১৬-১৭ বছর বয়সী একটি নাবালিকা ও তাঁর বাবাকে গুলি করে, তারপর সে নিজেও আত্মঘাতী হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।' আরপিএফ-এর সিনিয়র কমান্ড্যান্ট প্রকাশ পান্ডা বলেন, 'তিনজন মারা গিয়েছে। অভিযুক্ত, ২৪ বছর বয়সী অমন কুমার, ভোজপুরের বাসিন্দা, জিয়া কুমারী এবং তাঁর বাবা অনিল সিনহাকে গুলি করে হত্যা করেছে। পরে সে নিজেকে গুলি করে। আমরা তদন্ত করছি। আমরা সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করব। যদিও রেলস্টেশনে প্রায় ৪০টি ক্যামেরা আছে, আমরা ফুটওভার ব্রিজে কিছু স্থাপন করব। খুনের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

কাঠুয়ায় সন্ত্রাসীদের খোঁজে তল্লাশি জারি, চতুর্থ দিনে পড়ল অভিযান

জম্মু, ২৬ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এনকাউন্টার এখনও অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কাঠুয়ার হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকেও।

সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর, রবিবার রাতে হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নামে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনী। রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান বুধবার সকালেও অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিদের খুঁজে পেতে ড্রোনেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলা কাঠুয়ার হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় লুকিয়ে রয়েছেন তিন জঙ্গি, এই তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার রাত থেকে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভারতীয় সেনার যৌথ দল। সূত্রের খবর, যৌথবাহিনী তল্লাশি শুরু করতেই জঙ্গিরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষে গুলির লড়াই। সেই অভিযান এখনও জারি রয়েছে।

মধ্যস্থতা শীর্ষ আদালতের এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ বলেছে, এটি একটি গুরুতর বিষয় এবং রায় প্রদানকারী বিচারকের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অসংবেদনশীলতা অবলম্বন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি একটি মামলার শুনানিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, নাবালিকার স্তন চেপে ধরা এবং তার পায়জামার ফিতে ছিঁড়ে দেওয়াকে কোনওভাবেই ধর্ষণ বা ধর্ষণের প্রচেষ্টা বলা যায় না। বিষয়টি আইনের চোখে "গুরুতর যৌন নিপীড়ন" হিসেবেই বিবেচিত হবে। এই রায়ের প্রেক্ষিতে নানা মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।

আর মঙ্গলবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ বলেছে, এটি একটি গুরুতর বিষয় এবং রায় প্রদানকারী বিচারকের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অসংবেদনশীলতা অবলম্বন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই রায়ে সম্পূর্ণ সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

হয়েছিল। আজ উদ্বোধনের দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল সে কোয়ার্টারে আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়নি। বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকার ফলে আবাসনগুলো ব্যবহার করার অযোগ্য হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, নোংরা আবর্জনা এবং কোয়াটারের সামনের বন জঙ্গল ঘেরা হয়ে রয়েছে।

তাছাড়া,উরমাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এক দুটি সমস্যা নয় নানাবিদ সমস্যা রয়েছে। হাসপাতালটি পরিষ্কার রাখার জন্য যেখানে ছয় থেকে সাতজন কর্মীর প্রয়োজন সেখানে একজন দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীন এলাকার এই হাসপাতাল থাকার পরেও পরিষেবা উন্নতমানের না হওয়ার ফলে তাদেরকে দৌড়াতে হয় মেলাঘর হাসপাতালে।

শিমলার উপকন্ঠে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, এক মহিলা-সহ মৃত্যু ৪ জনের

শিমলা, ২৬ মার্চ (হি.স.): শিমলার উপকন্ঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় এক মহিলা ও তাঁর মেয়ে-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শিমলার উপকন্ঠে আনন্দপুর-মেহলি সড়কের ওপর লালপানি সেতুর কাছে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের। পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন - রূপা সূর্যবংশী (৪৫), তাঁর মেয়ে প্রগতি (১৪), মুকুল (১০)। সবাই শিমলার নব বাহারের বাসিন্দা। অপর মৃতের নাম - জয় সিং নেগি (৪০)। চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কুণালের আইনের ঊর্ধ্বে নন, ব্যবস্থা নেওয়া হবে যোগেশ কদম

মুম্বই, ২৬ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সম্পর্কে কটূক্তি করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন কৌতুক শিল্পী কুণাল কামরা। একের পর এক হুমকি পাচ্ছেন তিনি। এবার মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যোগেশ রামদাস কদম বললেন, 'তিনি আইনের ঊর্ধ্বে নন, তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বুধবার যোগেশ বলেছেন, 'বারবার হিন্দু দেবতাদের উপহাস করা, সুপ্রিম কোর্টের অপমান করা, রাজ্যের বড় নেতাদের অপমান করা, যদি তিনি এগুলিকে কৌতুক বলেন, তাহলে মহারাষ্ট্রে এই ধরণের কৌতুক হতে পারে না।' উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে 'গদ্দার' বলে বিপাকে পড়েছেন কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা। তাঁর অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই একের পর এক খুনের হুমকি পাচ্ছেন তিনি! কৌতুকশিল্পী ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে। তাদের দাবি, কমপক্ষে ৫০০টি হুমকি ফোন পেয়েছেন কুণাল।

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই : রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): মেট্রোর পিলার ও সরকারি সম্পত্তিতে পোস্টার ও হোর্ডিং সাঁটানোর তীব্র নিন্দা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। যদি আমাদের একটি সুন্দর ও স্বচ্ছ দিল্লির প্রয়োজন হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সকলের সমর্থন প্রয়োজন। কেউই সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করবেন না। মেট্রোর পিলারগুলি দিল্লির সৌন্দর্য এবং আমাদের এখানে পোস্টার এবং হোর্ডিং লাগানো উচিত নয়।'

প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার সকালে দিল্লির শালিমার বাগ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড, পিতমপুরা পরিদর্শন করেছেন, সেখানে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রক্রিয়া চলছে

● প্রথম পাতার পর

দাম নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পায়। কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সরকারের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, "রাজ্য জুড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ এবং ভোক্তা বিষয়ক বিভাগ যদি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে মজুতদার এবং পাইকারি বিক্রেতারা সুবিধা নেবে। তিনি বলেন, খাদ্য পরিদর্শকের অনুমোদিত পদ বাড়ানো উচিত এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দৈনিক পরিদর্শন কার্যকর করা উচিত। শূন্য পদের অবিলম্বে নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। আলোচনায় যোগ দিয়ে তিপরা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি "১৫ জন নতুন খাদ্য পরিদর্শকের নিয়োগে এসসি এবং এসটি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ নীতি বজায় রাখা হয়েছে কি, তা প্রশ্ন করেন। এরজবাবে মন্ত্রী চৌধুরী বলেন,নিয়োগ প্রক্রিয়া সংরক্ষণ নীতি মেনে চলেছে। "যেকোনো নিয়োগে রোস্টার বাধ্যতামূলক।এদিন তিনি বলেন, মোট পদের মধ্যে ৩১ তফসিলি উপজাতি (এসটি) প্রার্থীদের জন্য, ১৭ তফসিলি জাতি (এসসি) প্রার্থীদের জন্য এবং বাকিগুলো অসংরক্ষিত (ইউআর) বিভাগের জন্য সংরক্ষিত, যেখানে ৩৩ পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এদিন তিনি, মূল্য বৃদ্ধির উপর কালোবাজারির প্রভাব স্বীকার করেন। "পদ তৈরি এবং পূরণের জন্য অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন। আমরা ২০টি খাদ্য পরিদর্শকের পদের জন্য আবেদন করেছিলাম এবং ১৫টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে নিয়োগপত্র জারি করা হবে। খাদ্য বিভাগ কালোবাজারির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং আমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

ডাক্তার আটক

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের সঙ্গে ওই যুবক অশালীন ব্যবহার করেছে বলেও জানা গেছে। তার আচার-আচরণ ঘিরে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছিল। আজও কর্মরত বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে বলে জানা যায়। তাতে ক্ষোভ আরো চরম আকার ধারণ করে। জানা গেছে বিষয়টি আইসিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

এজেন্সি চালুর উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

জায়গায় এজেন্সি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

মিল কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

পাই, তাতে সংসার চালাতে অনেক কষ্ট হয়। তাই আমাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক। তারা আরও বলেন, তাদের এই দাবি না মানলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না।

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে তাদের দাবি পূরণের জন্য আবেদন জানান তারা, এবং তারা আশাবাদী যে শীঘ্রই তাদের সমস্যা সমাধান হবে।

আটক ৩

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন যুবককে থানায় নিয়ে যায়। এ সময়, উদ্ধার করা হয় একটি বাইক।থানা সূত্রে জানা যায়, আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন উদয়পুর রাজারবাগ এলাকার রিকশাচালক জলিল মিয়া (৩৯), রয়েল হোসেন (২৫) এবং রাকেশ পাল (৩৪)। বর্তমানে তিনজনই পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

নেতৃত্ব

● আটের পাতার পর

জেলা সভাপতিদের নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এর দিল্লি যাত্রা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। উল্লেখ্য রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের দিল্লিতে তলব করেছেন বলে দলীয় সূত্রটি জানিয়েছে।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

সরকারের আমলে ত্রিপুরা বিধানসভায় গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে। চলতি বাজেট অধিবেশনে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে শাসক দল বিজেপি। এদিন তিনি অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, পবিত্র বিধানসভায় বিরোধীদের কন্ঠ রোধ করছেন অধ্যক্ষ। তাঁর অভিযোগ, পবিত্র বিধানসভায় বিরোধীদের কন্ঠরোধ করছেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। আসলে বিধানসবাই অধ্যক্ষের হাতে গণতন্ত্র জবাই হচ্ছে। তিনি দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করার জন্য অসত্যকে সামনে রাখার নাজির স্থাপন করেছেন। তাঁর আরো অভিযোগ, শাসক দলের রেফারি হয়ে কাজ করছেন তিনি। তারপরও জনস্বার্থে গত তিন দিন ধরে বিধানসভাই সিপিএমের বিধায়করা লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

নিয়োগ করা হয়েছে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সাথে সাথে বিভিন্ন রকমারি খেলার সরঞ্জাম ও প্রদান করা হয়ে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিদ্যালয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমন স্কুলড্রেস, প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মান (মিড-ডে-মিল) লাইব্রেরী বই, শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ক্রিয়া সামগ্রী, বিজ্ঞান কিটস, গণিত কিটস ইত্যাদি। পিএম পোষণ প্রকল্পের রাজ্যের সকল সরকারী ও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় পাঠরত (প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতি বিদ্যালয় দিবসে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী জানান, মিড-ডে-মিলের পাশাপাশি ধলাই জেলার (এসপিরেশন্যাল জেলা) অন্তর্গত সকল সরকারী ও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ৪৭,৭৯২ জন ছাত্রছাত্রীদেরকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে প্রতিটি বিদ্যালয় দিবসে প্রাতঃরাশ প্রদান করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বল্প খরচে, নিজের হাতে শিক্ষক শিখন সহায়ক উপকরণ তৈরিতে এবং ব্যবহারে উৎসাহিত করতে রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মত আয়োজন করা হয় রাজ্যস্তরীয় শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণ প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা। এই প্রদর্শনীতে ১৬০টিরও বেশী জেলাস্তরে নির্বাচিত শিক্ষক-শিখন সহায়ক উপকরণ প্রদর্শিত হয় এবং সব মিলিয়ে প্রায় ৭, ০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণি উপযোগী স্তরে পৌঁছে দিতে এনসিইআরটি-র আদলে রাজ্যেও 'বিদ্যাসেতু মডিউল" নামক ৯ সপ্তাহের একটি ব্রিজ কোর্স চালু করা হয়।২০২৪ সালে রাজ্যে এই বিদ্যাসেতু মডিউলের ব্যবহার এবং ফলাফল এনসিইআরটি-র প্রতিনিধি দল কর্তৃক বেস লাইন ও এন্ড লাইন ইভালুয়েশনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এতে কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে নিপুণ মিশনের বাস্তবায়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিভাবকদের এই মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করতে রাজ্য জুড়ে একযোগে দুই দফায় শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন আয়োজিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীকক্ষ গুলিকে "BALA" (Building as Learning Aid) প্রজেক্ট এর মাধ্যমে বিভিন্ন রকমারি সাজসজ্জায় আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২,২৫৩। যা ২০২০-২১ সালে ছিল ৩৩৫২। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে "এক্টিভিটি বেসড" শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হার বেড়েছে।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, ছাত্রছাত্রীদের উন্নত শিক্ষাদানের জন্য টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা এর মাধ্যমে টেট পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করার ফলে গুনগত শিক্ষার মান বেড়েছে। বিগত ৫টি আর্থিক বছরে রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের অধীনে এখন অব্দি বিভিন্ন স্তরের মোট ৪,৬৫৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্নাতক শিক্ষক রয়েছে ৩৬১৫ জন এবং অস্নাতক শিক্ষক রয়েছে ১০৪১ জন।

মুখ্য সচেতক

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ তুলেছেন তা ভিত্তিহীন। এদিকে অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে অধ্যক্ষের যাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে বিধায়িকা বলেন, বিধানসভার অধ্যক্ষ একজন বিধায়কও বটে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর চায়ের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে তিনি সৌজন্যতা রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গেছিলেন।

এছাড়াও বিধানসভায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে অসংসদীয় আচরণ প্রসঙ্গে বিধায়িকা কল্যাণী সাহারায় বলেন, বর্তমানে বিধানসভায় বিরোধীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে বিধানসভায় বিরোধীদের সঙ্গে সর্বদা খারাপ আচরণ করা হতো। সেখানে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের ন্যায়দণ্ড নিয়ে দৌড়ানোর প্রসঙ্গ তুলে আনেন তিনি। বিধায়িকার কথায় বাম আমলে বিধানসভায় প্রতি অধিবেশনে অসংসদীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু বর্তমান সরকার বিরোধীদের জন্য যথেষ্ট সংবেদনশীল।

এছাড়াও বিরোধী দলনেতার বেতন ভাতা প্রসঙ্গে ও জবাব দিয়েছেন বিধায়িকা। উনার কথায় শুধুমাত্র বিজেপি বিধায়কদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি পায়নি। এই বেতন ভাতা বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হচ্ছেন বাম বিধায়করাও। এমনকি যারা প্রাক্তন বিধায়ক রয়েছে তারাও এই বেতন ভাতা বৃদ্ধির সুফল উপভোগ করবেন। বেশিরভাগ প্রাক্তন বিধায়ক বাম দলেরই। ফলে এর দ্বারা বামেদের উপকার বেশি বলে দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী যে সকল অভিযোগ তুলেছেন তা খন্ডন করে বিধায়িকা কল্যাণী সাহারায় বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি কি কি নিয়েছেন তার খতিয়ানও তুলে ধরেন। বিরোধী দলনেতার সরকারি অফিসে এসি থেকে শুরু করে ফ্রিজ এমনকি গায়ের সাবান পর্যন্ত নিয়েছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিরোধী দলনেতার দাবি অনুযায়ী সর্ব সুবিধা প্রদান করেছেন। তাই এত কিছুর পরেও বিরোধীদের গণতন্ত্র হরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে এদিন দাবি করেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহারায়।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পভিসি রেশন কার্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গণবণ্টন ব্যবস্থার অধীনে নতুন পিভিসি রেশন কার্ড প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তথা নাম, বয়স, লিঙ্গ ও ঠিকানা সঠিক থাকা জরুরি, যা একমাত্র ই-কে.ওয়াই.সি. ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। রাজ্যের সকল রেশনকার্ডধারী উপভোক্তাদের রেশন দোকানে গিয়ে ই-পস মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ স্ক্যান করে আধার ই-কে.ওয়াই.সি. করার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ পর্যন্ত রাজ্যে ২৬ লক্ষ ৮৯ হাজার রেশন ভোক্তার ই-কে.ওয়াই.সি.-র কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। শতাংশের হিসেবে ধরলে ৭২.৭ শতাংশ ভোক্তার ই-কে.ওয়াই.সি.-র কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় আছেন এমন ভোক্তার সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৩৩ হাজার। তিনি জানান, ভারত সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে চলতি বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে গণবন্টনের অধীন সমস্ত গ্রাহকদের আধার ই-কে.ওয়াই.সি. সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যে খুব শীঘ্রই সকল পরিবারকে নতুন পিভিসি রেশন কার্ড প্রদান করা সম্ভব হবে বলে খাদ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন।

বিল গৃহীত

● আটের পাতার পর

(দ্য ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ২০২৫)" বিলটি সভায় অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতনলাল নাথ পেশ করেন। এই বিলের উপর বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। পরে এই বিলটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সংহতি, কসমোপলিটন রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল যেন গ্র্যান্ড ফিনালের মতোই হয়েছে। শেষ ওভারে সিদ্ধান্ত। আর পাঁচটি বলকে ডট বল-এর রূপ দিতে পারলেই টি-টোয়েন্টি ট্রফি চলে যেতো কসমোপলিটনের ঘরে। শংকর, সৌরভের হাত ধরে। সঙ্গে থাকতো নরেন্দ্র হিরোয়ানির তনয় মিহির হিরোয়ানির সৌজন্যে। এদিকে, বরাবরের মতো শ্রীদাম পালের সঙ্গে অরিন্দম বর্মনের মারকুটে ব্যাটিং এবং রানা দত্ত-দের বিধ্বংসী বোলিং খেতাবি লড়াইয়ের ফলাফল চলে গেল সংহতির পক্ষে। পক্ষান্তরে, সংহতির কর্তৃত্বপূর্ণ কাম-ব্যাক মূলত: এবারকার সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ট্রফি বিজয়।

টিসিএ আয়োজিত টি-টোয়েন্টি সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচে, বুধবার রোমাঞ্চকর ভাবে অন্তিম ওভারে সংহতি ক্লাব ৩ উইকেটের ব্যবধানে ৩০০ মিটার নিকটবর্তী ভাতৃ-প্রতিম কসমপলিটন ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে নিয়েছে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সংহতির অধিনায়ক সঞ্জয় মজুমদার প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে চ্যালেঞ্জিং স্টাইলে ব্যাট চালিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়কোচিত ব্যাট চালিয়ে শংকর পাল যখন অর্ধশতক রানের লক্ষ্যে একটি বাউন্ডারি হাঁকানোর জন্য মুখিয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই রানা দত্তের বলে অজয় সরকারের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসাটাই অনেকে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ধরে নিচ্ছেন। এছাড়া, উইকেট রক্ষক বাবুল দে ২০ বলে ২২ রান সংগ্রহ করেছিল। সংহতির রানা দত্ত ২৩ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে কসমপলিটনকে সীমিত স্কোরে আটকে রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। স্বাভাবিক কারণে রানা প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

এছাড়া, অজয় সরকার ৪২ রানে ২টি এবং চিরঞ্জিত পাল ও সানি সিং একটি করে উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সংহতি শুরু থেকেই অনেকটা সমান গড়ে রান সংগ্রহে সক্ষম হলেও শেষ দিকে ম্যাচটা কঠিন হয়ে ওঠে রানা দত্তের রান আউট এবং যশরাজ জোশি ও সঞ্জয় মজুমদার দুজনে সৌরভ করের পর পর দুই বলের শিকার হলে। তবে ঠিক চার বল বাকি থাকতে অরিন্দম বর্মন মূলতঃ সানি সিং-এর সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ওপেনার শ্রীদাম পাল ৩০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪১ রান সংগ্রহ করে দলকে এগিয়ে দেয়। আরুষ শাব্রাওয়াল আরও একটু সহযোগিতার হাত বাড়ায় ৩২ বলে ৩০ রান সংগ্রহ করে। অরিন্দম বর্মন ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় সংগৃহীত ৩২ রান দলের জয়ের পেছনে বিশেষ ভূমিকার দাবি রাখে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর পরিচালনায় দশ দিনব্যাপী সেভেন-এ-সাইড ম্যান ও ওমেন ইন্টার ডিপার্টমেন্ট দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল বিকাল সাড়ে তিনটায় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার। সম্মানিত অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা ও পাপড়ি দাস, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, রাম ঠাকুর কলেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন। মঙ্গলবার ছেলেদের বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে আইএমডি মকসদ ১-০ গোলে আইএমডি ব্রোকোডকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এমপিএড-২ দল ১ - ০ গোলে আইএমডি রুরাল স্টাডিজ সেকেন্ড সেমিস্টার দলকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ছেলেদের ফাইনালে আইএমডি মকসদ ও এমপিএড-২ দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মেয়েদের বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে এমপিএড-২ দল ৩-০ গোলে বোটানি দলকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এমপিএড-১ দল ৪-০ গোলে পলিটিক্যাল সায়েন্স টিমকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল মেয়েদের বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে এমপিএড-১ এবং এমপিএড-২ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এছাড়াও ছেলেদের এবং মেয়েদের ফাইনাল ম্যাচের মাঝখানে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচিং ও নন টিচিং স্টাফ এর মধ্যে এক প্রদর্শনী ফুটবল প্রতিযোগিতা। আগামীকালের দিবারাত্রি ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করার জন্য ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট প্রধান সুদীপ দাস রাজ্যের আপামর ফুটবলপ্রেমীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রেস মিডিয়া কনভেনার মধু মানিক লোধ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আইসিসির আম্পায়ারদের এলিট প্যানেলে ভারতের এক জনই, দুই নতুন মুখ

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) আম্পায়ারদের এলিট প্যানেলে আবার মনোনিত হলেন ভারতের নীতিন মেনন। এই নিয়ে টানা ছ'বছর বিশ্বের সেরা আম্পায়ারদের তালিকায় জায়গা করে নিলেন তিনি। এলিট প্যানেল থেকে বাদ গিয়েছেন দু'জন। পদোন্নতি হয়েছে জয়রামন মদনগোপালের ।মঙ্গলবার আম্পায়ারদের নতুন এলিট প্যানেল ঘোষণা করেছে আইসিসি। গত বছরের মতো এ বারও ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নীতিন। ২০১৯ সাল থেকে তিনি এলিট প্যানেলে রয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা আম্পায়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে। ২০০৭ সালে ২৩ বছর বয়সে আম্পায়ারিং শুরু করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। আইসিসির এমার্জিং প্যানেলে উন্নীত হয়েছেন ভারতের আর এক আম্পায়ার মদনগোপাল। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত একটি টেস্ট, ২২টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৪২টি টি২০ আন্তর্জাতিকে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। এখন থেকে তিনি বিদেশের মাটিতেও টেস্ট এবং এক দিনের ম্যাচ খেলাতে পারবেন।এলিট প্যানেল থেকে সরে গিয়েছেন দুই অভিজ্ঞ আম্পায়ার মাইকেল গফ এবং জোয়েল উইলসন। তরুণদের জায়গা করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছেন।

তালিকায় নতুন দুই মুখ হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার আল্লাহুদ্দিন পালেকার এবং ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স ওয়ার্ফ। আইসিসির এলিট প্যানেলে জায়গা পেয়েছেন মোট ১২ জন আম্পায়ার। রয়েছেন কুমার ধর্মসেনা (শ্রীলঙ্কা), ক্রিস্টোফার গ্যাফানি (নিউ জিল্যান্ড), অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক (দক্ষিণ আফ্রিকা), রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ (ইংল্যান্ড), রিচার্ড কেটলবরো (ইংল্যান্ড), এহসান রাজা (পাকিস্তান), পল রাইফেল (অস্ট্রেলিয়া), শরফুদ্দৌলা ইবনে শহিদ (বাংলাদেশ) এবং রডনি টাকার (অস্ট্রেলিয়া)। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এলিট প্যানেলে মনোনিত হওয়া আম্পায়ারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নতুন দুই আম্পায়ারের সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে বলেছেন, "আমরা নিশ্চিত যে পালেকার এবং ওয়ার্ফ দু'জনেই শীর্ষ স্তরে ধারাবাহিক ভাবে ভাল কাজ করবেন। দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার নিরিখেই তাঁরা এলিট প্যানেলে জায়গা করে নিয়েছেন। আগামী মরসুমে সকলের জন্য শুভেচ্ছা থাকল। এ ছাড়া গত কয়েক বছর ধরে গফ এবং উইলসনকে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ধন্যবাদ।"

বিশ্বকাপ ফুটবলের যোগ্যতা অর্জন করে নিল আর্জেন্টিনা, গত বারের চ্যাম্পিয়নদের হাতে পর্যুদস্ত ব্রাজিল

সম্মানের লড়াইয়ে ব্রাজিলকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা। মঙ্গলবার রাতে (ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে) ঘরের মাঠে ব্রাজিলকে ৪-১ গোল হারাল তারা। বুয়েনোস আইরেসে হওয়া এই ম্যাচে আগাগোড়া আর্জেন্টিনার দাপট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মাত্র এক পয়েন্ট দরকার ছিল আর্জেন্টিনার। লিয়োনেল স্কালোনির ছেলেরা মাঠ ছাড়লেন তিন পয়েন্ট নিয়েই। ব্রাজিলের যোগ্যতা অর্জন এখনও ঝুলে রইল। এই নিয়ে বিশ্বকাপে চারটি দেশ যোগ্যতা অর্জন করল। জাপান, নিউ জিল্যান্ড, ইরানের পর আমেরিকার টিকিট নিশ্চিত করল আর্জেন্টিনাও।ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায় চার মিনিটেই। বক্সের বাইরে পাস পেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার জুলিয়ান আলভারেজ। ব্রাজিলের ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে কোনও মতে বল নিজের দখলে রাখেন। এর পর জোরালো শটে পরাস্ত করেন ব্রাজিল গোলরক্ষক বেন্টোকে।আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় গোল করে ১২ মিনিটে। বক্সের বাইরে বল পেয়ে ক্রস করেছিলেন নাহুয়েল মোলিনা। ব্রাজিলের রক্ষণ তা ক্লিয়ার করতে পারেনি। ব্রাজিলের ডিফেন্ডারদের পায়ে লেগে তা পৌঁছয় এনজো ফার্নান্দেজের কাছে। তিনি খুব কাছ থেকে শটে গোল করেন।১২ মিনিটে দু''গোলে এগিয়ে গিয়ে উত্তাল হয়ে পড়ে আর্জেন্টিনার মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম। সমর্থকেরা 'ওলে ওলে' গান গাইতে শুরু করে দেন। চোটের কারণে এই ম্যাচে লিয়োনেল মেসি বা নেমার কেউই ছিলেন না। মেসিকে ছাড়াও আর্জেন্টিনার সমর্থকদের বিনোদনের কোনও অভাব হয়নি। এতটাই ভাল খেলছিলেন বাকি ফুটবলারেরা। অন্য দিকে, ব্রাজিলকে বেশ ছন্নছাড়া লাগছিল। দলে কার কী দায়িত্ব, সেটাই কেউ বুঝতে পারছিলেন না। গোটা ম্যাচেই তা স্পষ্ট বোঝা গেল। ভিনিসিয়াস, রদ্রিগোদের সে ভাবে খুঁজেই পাওয়া গেল না।

তবু ব্রাজিল একটি গোল শোধ করে ২৬ মিনিটে। এর জন্য দায়ী আর্জেন্টিনার রোমেরো। বল পেয়ে তিনি অনায়াসে কোনও সতীর্থকে পাস দিতে পারতেন। তা না করে অকারণে বেশি ক্ষণ পায়ে বল রাখতে গেলেন। সেই সময় ম্যাথিউস কুনহা তাঁর পা থেকে বল কেড়ে নেন। আর্জেন্টিনার বক্সের মধ্যে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় পরাস্ত করেন এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে। আর্জেন্টিনা তৃতীয় গোল করে প্রথমার্ধেই। ছোট কর্নার থেকে তারা ব্রাজিলের গোলমুখ খোলার চেষ্টা করতে থাকে। এনজো বল পেয়েছিলেন বক্সের বাইরে। তিনি বল ভাসালে প্রথম প্রয়াসেই গোল করেন আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টার। এর পরেই দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায়। নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকোর একটি ফাউলের পর ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন রাফিনহা। যদিও রেফারি পরিস্থিতি সামাল দেন। বিরতির পরেও ঝামেলা হয়। খেলোয়াড়েরা মাঠ ছাড়ার সময় রোমেরোর সঙ্গে ঝামেলা করেন রাফিনহা।বিরতির পর ব্রাজিল ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেও পারছিল না। বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেও তারা কাজে লাগাতে পারছিল না। অন্য দিকে, আর্জেন্টিনা চেষ্টা করেই যাচ্ছিল ব্যবধান বাড়ানোর। ব্রাজিলের দুর্বল রক্ষণের সুযোগ নিয়ে কয়েক বার গোলমুখ খুলেও ফেলেছিল। তবে গোল করতে পারেনি। সেই প্রয়াস সফল হয় ৭১ মিনিটে।ঠিক তিন মিনিট আগে পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন জিউলিয়ানো সিমিয়োনে, যিনি আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ তথা আর্জেন্টিনার প্রাক্তন ফুটবলার দিয়েগো সিমিয়োনের ছেলে। মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে গোল করেন তিনি। বাঁ দিক থেকে একটি ক্রস ব্রাজিলের বক্সে ভেসে এসেছিল। আর্জেন্টিনার কেউ পাননি। বল বেরিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ ডান দিক থেকে ছুটে এসে ব্রাজিল ফুটবলারদের অসতর্কতার সুযোগে জোরালো শটে বল জালে জড়ান সিমিয়োনে। তত ক্ষণে অবশ্য ব্রাজিলের পরাজয় নিশ্চিত হয়েই গিয়েছিল।

টিসিএ আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট শুরু আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত মরশুমের তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামী ২৮ মার্চ, শুক্রবার থেকে। ঘরোয়া প্রথম শ্রেণীর এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এবারও অংশ নেবে ব্লাড মাউথ ক্লাব, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, ও পি সি, ইউবিএসটি, শতদল সংঘ, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, চলমান, হার্ভে, জেসিসি, বিসিসি, মৌচাক, পোলস্টার, কসমোপলিটন ও সংহতি। তবে এবারের এই টুর্নামেন্টে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে কসমোপলিটন ও সংহতি ক্লাব। শনিবার টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়। তাতে প্রথম দিন টি আই টি মাঠে মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এমবিবি স্টেডিয়ামে লড়বে ওপিসি ও ইউ বি এস টি। অপরদিকে নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হবে শতদল ও স্ফুলিঙ্গ। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন ২৯ মার্চ এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান বনাম হার্ভে, টি আই টি মাঠে জেসিসি বনাম বিসিসি এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মৌচাক বনাম পোলস্টার লড়াই করবে। ৩ এপ্রিল এবং ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে দুটি করে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ৮ এপ্রিল দুটি সেমিফাইনাল। আগামী ১০ এপ্রিল আগরতলা নরসিংগড় টিআইটি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে প্রতিটি দল প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিসের মধ্যেই রয়েছে।

ক্যাপ্টেন হিসেবে দৃষ্টান্ত শ্রেয়সের, গুজরাতকে হারাল পাঞ্জাব

আহমেদাবাদ: নন-স্ট্রাইকারে ৯৭ রানে দাঁড়িয়ে শ্রেয়স আয়ার। শেষ ওভারে গুজরাতের পেসার মহম্মদ সিরাজের দ্বিতীয় বল শশাঙ্ক সিং মিড উইকেটে পাঠালে, পাঞ্জাব অধিনায়ক নিজেই উদ্যোগ নিয়ে দু'রান নেন। পরের চার বলে চারটি বাউন্ডারি! অর্থাত সেঞ্চুরি থেকে তিন রান দূরেই আটকে থাকলেন ক্যাপ্টেন। স্ট্রাইকই পেলেন না তিনি। স্বাভাবিকভাবেই বিরতিতে এই নিয়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল শশাঙ্ককে। তাঁর জবাব, 'ক্যাপ্টেন শ্রেয়সই ওর সেঞ্চুরির কথা না ভাবতে আমায় নির্দেশ দেয়। ওর কথাতেই দলের স্বার্থ মাথায় রেখে বাকি ডেলিভারিগুলিতে বড় শট খেলার চেষ্টা করেছি।'

শ্রেয়স যে বড় ব্যাটার সেটা কারওর অজানা নয়। কিন্তু তিনি যে দক্ষ নেতাও, মঙ্গলবার তা আবার প্রমাণিত। নিজের সেঞ্চুরির কথা না ভেবে দলকে আগে রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি। অপরাজিত ৯৭ রান সেজন্যই সেঞ্চুরির থেকেও তাতর্যপূর্ণ। তাঁর ৪২ বলের ইনিংস সাজানো ৫টি চার ও ৯টি ছক্কায়। সেই সুবাদে গুজরাত টাইটান্সকে ১১ রানে হারিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করল পাঞ্জাব কিংস। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে শ্রেয়সরা তোলেন ৫ উইকেটে ২৪৩। জবাবে গুজরাত থামে ৫ উইকেটে ২৩২ রানে।শ্রেয়সের এমন ইনিংস দেখে নিশ্চয় হাত কামড়াচ্ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার শাহরুখ খান। গতবার আয়ারের নেতৃত্বেই খেতাব জিতেছিল কেকেআর। আর তাঁকেই রিটেইন করা হয়নি! মেগা নিলামে শ্রেয়সকে আইপিএলের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বাধিক দর ২৬.৭৫ কোটিতে দলে নেয় পাঞ্জাব। মরশুমের প্রথম ম্যাচেই সেই সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিলেন ক্যাপ্টেন। শ্রেয়স আগেই জানিয়েছিলেন, জাতীয় টি-২০ দলে ফেরার লক্ষ্যে তিন নম্বরে ব্যাট করবেন।

বিস্ময় বালিকা আর্শিয়ার পাশে ভারত ফার্মাসিটিক্যাল টেকনোলজি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বপ্ন পূরণে বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাসের পাশে দাঁড়ালো ভারত ফার্মাসিটিক্যাল টেকনোলজি। তিনটি গ্র্যান্ড মাস্টার আসরে খেলার জন্য ওই সংস্থা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলো। বুধবার আমতলীস্থিত ভারত ফার্মাসিটিক্যাল টেকনোলজির অফিস বাড়িতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আর্শিয়ার হাতে দুই লাখ টাকার চেক তুলে দেন ওই সংস্থার কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ শুভাশিস দেবনাথ, প্রফেসর শান্তনু মল্লিক প্রমূখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারলেও আর্শিয়াকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ওই সংস্থার ডিরেক্টর রাহুল দেবনাথ এবং চেয়ারম্যান ড. অঞ্জলি দেবনাথ। ২০ থেকে ২৮ এপ্রিল পুনেতে গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। ওই আসরে অংশ নেবে পূর্বোত্তরে দ্বিতীয় এবং প্রথম মহিলা ফি-ডে মাস্টার দাবাড়ু আর্শিয়া দাস। এর পরেই মে মাসে ইউনাইটেড আরব এমিউরেটিসে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কন্টিনেন্টাল দাবা আসরে এবং এরপর শারজায় অনুষ্ঠিতব্য গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে হোলিক্রশ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী আর্শিয়া। ওই তিনটি আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এদিন দুই লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় আর্শিয়ার হাতে। অঞ্জলী হেল, এডুকেশনাল ও চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ওই সহযোগিতা করা হয়েছে। আর্শিয়ার এখন প্রথম স্বপ্ন আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়া। যে গতিতে এগিয়ে চলছে পূর্ণেন্দু এবং অর্ণিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি তাতে আগামী এক বছরের মধ্যেই স্বপ্ন পূরণ হবে এমনই আশায় বুক বেঁধেছেন রাজ্যের দাবাপ্রেমীরা। বর্তমানে ২১১৬ রেটিং আর্শিয়ার। আগামী মাসের শুরুতেই রেটিং বেড়ে হয়ে যাবে ২১৭০। দরকার আরও ৩০ রেটিং বাড়ানো। পাশাপাশি তিনটি ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারের নর্ম পাওয়া। সেই স্বপ্নপূরণ হবেই বিশ্বাস করে মেট্রিক্স চেস একাডেমির দাবাড়ু তথা গোল্ডেন গার্ল আর্শিয়া। স্বপ্ন পূরণের জন্য ভারত ফার্মাসিটিক্যাল টেকনোলজি এগিয়ে আসায় ওই সংস্থার কর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন আর্শিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে। আর্শিয়ার বাবা বিশ্বাস করেন, এভাবে যদি বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে আমার মেয়ের স্বপ্ন অচিরেই পূর্ণ হবে। খুশি আর্শিয়াও। দুপুরের বিমানে রাজ্য ছাড়ার আগে আর্শিয়া বলে, আমার মনোবল আরও বাড়িয়ে দিলো ওই সংস্থার কর্তারা। চেষ্টা করবো আমার স্বপ্ন পূরণ করে ওই সংস্থার কর্তাদের মুখ আরও উজ্জ্বল করতে। ২৭ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত চেন্নাইয়ে হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। গ্র্যান্ডমাস্টারদের নিয়ে হবে ওই শিবির। ওই শিবিরে অংশ নিতেই বুধবার দুপুরের বিমানে চেন্নাই গেলো দেশের গর্ব ওই দাবাড়ুটি। প্রসঙ্গত: ওই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অধ্যক্ষ রবীন্দ্র দেবনাথ একজন ক্রীড়া প্রেমিক ছিলেন।

শিলংয়ে বাংলাদেশকে হারাতে ব্যর্থ ভারত!

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২৬ নম্বরে ভারত। ঠিক ৫৯ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ। ডাবল সেঞ্চুরির দিকে পা বাড়ানো প্রতিপক্ষকেও হারাতে ব্যর্থ মানোলো মার্কুয়েজের ভারত। আইএসএলের দৌলতে ভারতীয় ফুটবল রঙিন গ্যাসবেলুন। শুধুই গ্ল্যামার, চটক, গিমিক। ফুটবলারদের প্র্যাকটিসে বাউন্সার। আসলে ভাঁড়ে মা ভবানী। কাককে মেক-আপ করে ময়ূর বানানোর চেষ্টা। আট আনার পুঁইশাকের আবার ক্যাশমেমো। এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল ব্লু টাইগার্স। এত জগঝম্পের নীট ফল বড়সড় শূন্য। ঝুরঝুরি মিথ্যার বেসাতি শুনলে এরপর দাওয়াই দেওয়া উচিত। এমন ফুটবলের জন্য বিদেশি কোচের দরকার নেই। সুনীল ছেত্রীও ডাহা ফেল। খড়কুটো আকঁড়ে ধরার মতো ৪০ বছরের ফুটবলারকে ফিরিয়ে এনেছিলেন মানোলো। আখেরে দলের ক্ষতি। নিজেরও। বোঝা উচিত, চাকরি বাঁচাতে পারফরম্যান্স দরকার। সুনীল সোনার দিনে পেরিয়ে এসেছেন। নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। এই ড্রয়ের পর ভারতের পয়েন্ট মাত্র ১। পরের রাউন্ডে ওঠা নিয়েও তীব্র অনিশ্চয়তা। চার দলের গ্রুপে বাকি দুই দেশ হংকং ও সিঙ্গাপুর। শীর্ষে থাকা দল পরবর্তী পর্যায়ের টিকিট পাবে। ম্যাচের পর কোচ মানোলোর মন্তব্য, 'আমি অত্যন্ত হতাশ। একেবারেই ছন্নছাড়া পারফরম্যান্স। এটাই ভারতীয় ফুটবলের বাস্তব চিত্র। এভাবে চললে উন্নতি দূরঅস্ত।'শিলংয়ে ঘরের মাঠে শুরুতেই প্রতিপক্ষের উপর গোল চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মানোলো মার্কুয়েজ। কিন্তু পছন্দের ৪-৪-২ ফর্মেশন একেবারেই দানা বাঁধেনি। বরং প্রথমার্ধে দাপট ছিল হামজা, তপুদেরই। ১১ মিনিটে বিশাল কাইথের ভুলে গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন মহম্মদ হৃদয়। কিন্তু তাঁর প্রয়াস গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন শুভাশিস। এর ছ'মিনিট পরেই ফের সুযোগ পায় বাংলাদেশ। মার্সেলিনের সেন্টার থেকে বাইরে হেড করেন অরক্ষিত ইমন। ভারতের দুই স্টপার সন্দেশ ঝিংগান ও রাহুল ভেকে নিজের জায়গাতেই ছিলেন না। মাঝমাঠ ও ফরোয়ার্ড লাইনের মাঝে বিশাল দূরত্ব। ফলে চাপের মুখে বল কাড়তে মাঝমাঠে নেমে আসতে হল সুনীল ছেত্রীকে। ৩০ মিনিটে সেরা সুযোগ নষ্ট করলেন ফারুখ চৌধুরি। বাঁ প্রান্ত থেকে লিস্টনের সেন্টারে হেড করেন উদান্তা। বাংলাদেশ রক্ষণে তা প্রতিহত হলে ছিটকে আসা বল থেকে জাল কাঁপাতে ব্যর্থ ফারুখ। অন্যদিকে বিরতির আগে জনির পা থেকে নিশ্চিত গোল বাঁচান বিশাল। লিস্টন কোলাসো এই মুহূর্তে দেশের সেরা উইং হাফ। একমাত্র তিনিই কিছুটা চেষ্টা করলেন। ৬০ মিনিটে রহমতকে টলিয়ে চমৎকার সেন্টার করেন লিস্টন। তবে মাথা ছোঁয়াতে ব্যর্থ সুনীল।

গোলের জন্য ব্লু টাইগার্স মরিয়া হতেই খোলস ছাড়লেন হামজা চৌধুরি। নিজেদের ডিফেন্সিভ থার্ডে ব্লক করার পাশাপাশি প্রতি-আক্রমণেও উঠলেন। মাঝমাঠে চাপ বাড়াতে এরপর জোড়া পরিবর্তন আনেন মানোলো। ফর্মে থাকা নাওরেম মহেশকে এত দেরিতে নামানোর কারণ বোঝা দায়। ৭২ মিনিটে লক্ষ্যভেদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন শুভাশিস। এক্ষেত্রে লিস্টনের কর্নার থেকে তাঁর হেড বাইরে যায়। ৮৩ মিনিটে প্লেটে করে বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন মহেশ। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে বল বাইরে পাঠান সুনীল। শরীর নড়ছে না। বয়স থাবা বসিয়েছে রিফ্লেক্সে। সম্মান থাকতে থাকতে আবার বুটজোড়া তুলে রাখা উচিত ।ভারত: বিশাল, বরিস, ভেকে, সন্দেশ, শুভাশিস, আপুইয়া, আয়ুষ (সুরেশ), লিস্টন, উদান্তা (মহেশ), ফারুখ ও সুনীল।

ধাওয়ানকে ইনিংস উৎসর্গ আশুতোষের

বিশাখাপত্তনম: অবিশ্বাস্য ইনিংস একেই বলে! সোমবার রাতে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ২১০ তাড়া করতে নেমে ৬৫ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তখনই মুকেশ কুমারের পরিবর্তে ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে ব্যাট হাতে বাইশ গজে আসা আশুতোষ শর্মার। ৮০ বলে চাই ১৪৫, সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। ক্রমশ কঠিন হয়েছে পরিস্থিতি। একের পর এক, উল্টোদিকে পড়েছে উইকেট। চর্চা শুরু হয়েছে, ম্যাচটা কুড়ি ওভার পর্যন্ত টিকবে তো? কল্পনাও করা যায়নি, ছক্কা মেরে দিল্লিকে অসম্ভব দেখানো জয় উপহার দেবেন আশুতোষ। আর থ্রিলারের মতো ম্যাচে তিন বল বাকি থাকতে নাটকীয়ভাবে এক উইকেটে পড়বে যবনিকা! নিশ্চিত পরাজয়কে জয়ে বদলে দেওয়া ২৬ বছর বয়সি অবশ্য প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের ঘোর কাটিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক। গতবছরের আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়েও বেশ কিছু স্মরণীয় ইনিংস খেলেছিলেন। কিন্তু সবসময় দলকে জেতাতে পারেননি। সেই আক্ষেপ সঙ্গী হয়েছিল তাঁর। লখনউয়ের বিরুদ্ধে ৩১ বলে অপরাজিত ৬৬ সেজন্যই তৃপ্তি আনছে। তাঁর কথায়, 'আগের মরশুমে অনেকবার জিতিয়ে ফিরতে পারিনি। বছরভর আমি সেটা নিয়েই চিন্তাভাবনা করেছি। ভিসুয়ালাইজ করেছি, কী উচিত ছিল। নিজের উপর বিশ্বাস ছিল যে শেষ ওভার পর্যন্ত থাকতে পারলে জয় সম্ভব। গত মরশুমেও ভালো খেলেছিলাম। তবে এখন তা আমার কাছে অতীত। ইতিবাচক দিকগুলো মাথায় রেখেছি। উন্নতির জন্য খেটেছি। ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ঘরোয়া ক্রিকেটের শিক্ষা কাজে লাগিয়েছি এই ইনিংসে। মেন্টর শিখর ধাওয়ানকে এই সাফল্য উৎসর্গ করছি।'সতীর্থ বিপরাজ নিগমকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন আশুতোষ। আইপিএল অভিষেকেই চাপের মুখে ১৫ বলে ৩৯ করেন ২০ বছর বয়সি। বিপরাজ যখন নেমেছিলেন তখন ১১৩ রানে পড়ে গিয়েছিল ছয় উইকেট। আশুতোষের কথায়, 'বিপরাজকে বলেছিলাম বড় শট নিতে। ও কিন্তু একেবারেই ঘাবড়ে যায়নি। চাপেও ঠান্ডা মাথায় দারুণ ব্যাট করেছে।' মধ্যপ্রদেশে জন্মানো আশুতোষ ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন রেলওয়েজের হয়ে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম না থাকলে হয়তো কোটিপতি লিগের মঞ্চে নজর কাড়ার সুযোগই পেতেন না তিনি। শেষ ওভারে ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান মোহিত শর্মা ক্রিজে থাকলেও তাঁর অবিচল থাকা প্রশংসা কাড়ছে ক্রিকেট মহলের। আশুতোষ যদিও নির্বিকার, 'নিজের ক্ষমতায় আস্থা ছিল। জানতাম ও যদি একরান নিয়ে আমাকে স্ট্রাইক নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, ঠিকই ছক্কা মারব।'

অথচ, ম্যাচের দু'দিন আগে আঙুল কেটে গিয়েছিল আশুতোষের। কোচ হেমাঙ্গ বাদানি জানতে চেয়েছিলেন, 'খেলতে পারবে?' উত্তর এসেছিলে, 'যাই ঘটুক না কেন, খেলব।' আশুতোষ শুধু খেলেনইনি, চোখধাঁধানো ইনিংসে করেছেন বাজিমাত।

কোহলির শট থেকে কোনও মতে বাঁচলেন ক্রুণাল, অনুশীলনে দুর্ঘটনা এড়ালেন বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার

আগামী শুক্রবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নামছে বেঙ্গালুরু। আইপিএলে এই লড়াইকে 'দক্ষিণী ডার্বি' বলা হয়ে থাকে। দু'দলের কাছেই এটি সম্মানের লড়াই। সেই ম্যাচের আগে বড় চোট পাওয়ার থেকে বাঁচলেন আরসিবি ক্রিকেটার ক্রুণাল পাণ্ড্য। অনুশীলনে চোট পেতে পারতেন তিনি। মঙ্গলবার অনুশীলনে ক্রুণালের বলে ব্যাট করছিলেন বিরাট কোহলি। হঠাৎই কোহলির একটি শট সোজাসুজি ধেয়ে আসে ক্রুণালের পা লক্ষ্য করে। কোনও মতে দু'পা দু'দিকে সরিয়ে নেন ক্রুণাল। পায়ে বলের আঘাত পাওয়া থেকে বেঁচে যান তিনি। আরসিবির পোস্টে বিরাটের শটের প্রশংসার পাশাপাশি ক্রুণালের রিফ্লেক্সেরও প্রশংসা করা হয়েছে। কেকেআরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ভাল বল করেছিলেন ক্রুণাল। তিনটি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি রানও কম দিয়েছিলেন। চেন্নাই ম্যাচের আগে তিনি চোট পেলে

জাগরণ 27 March, 2025, Thursday আগরতলা ২৭ মার্চ, ২০২৫ ইং, ■ ১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

স্থানীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব দাখিল সংসদীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: ত্রিপুরার স্থানীয় সংবাদপত্র ” ডেইলি দেশের কথা’’ -র সম্পাদকের বিরুদ্ধে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ ‘‘স্বাধিকার লঙ্ঘনের’ প্রস্তাব দাখিল করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগে মন্ত্রী নাথ সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে বিধানসভা অধিবেশনে তাঁর করা মন্তব্যকে ‘‘বিভ্রান্তিকর এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন’’ প্রকাশের অভিযোগ এনেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ মার্চ বাজেট আলোচনা চলাকালীন মন্ত্রী নাথ বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘‘উনার ভাষণে উনি জাত চিনিয়ে দিয়েছেন। যার অর্থ ‘‘তাঁর ভাষণে, তিনি তাঁর আসল রূপ প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে শ্রী নাথ তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য যোগ করে বলেন, ‘‘জিতেন্দ্র বাবু উনার ভাষায় কমিউনিস্টের জাত চিনিয়েছেন। আপনাকে এই জায়গায় আর নেব না, কারণ আপনি এই জায়গায় নাই,.যার অর্থ ‘‘জিতেন্দ্র বাবু তাঁর ভাষণে কমিউনিস্টদের আসল রূপ প্রকাশ করেছেন। আমি আপনাকে এই জায়গায় আর দেখতে চাই না, কারণ আপনি এই জায়গার নন।’’

এদিন শ্রী নাথ বলেন, আমার বক্তব্যের কোনো অসংসদীয় অর্থ নেই। যাইহোক, রাজনৈতিক লাভের জন্য এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার মন্তব্যকে বিকৃত করার প্রয়াসে সিপিআইএম দলের স্থানীয় মুখপাত্র ‘‘ডেইলি দেশের কথায় বিভ্রান্তিকর এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আমার কথাগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘৃণাপূর্ণ উস্কানি দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের কপি এবং বিধানসভার কার্য্যবিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশগুলি সংযুক্ত করেছেন। তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্য পরিচালনা বিধি ১৭৩-এর অধীনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পিকারের কাছে অনুরোধ করেছেন।

কৃষ্ণপুর বিধানসভায় পানীয় জলের তীব্র সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ মার্চ: তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ব্যাপক সংখ্যক জনজাতি এলাকা রয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ বছরের প্রায় প্রতিটা সময় তীব্র জল কষ্টে ভুগতে থাকে। এখনো কৃষ্ণপুর বিধানসভার একটা বিরাট সংখ্যক জনজাতি রয়েছে, যারা পানীয় জল থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটা প্রয়োজনে জলের জন্য অপরিশোধিত উৎসের উপর নির্ভরশীল। এই এলাকা গুলোর মধ্যে কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত হাজরা পাড়ার বাসিন্দারা এখনও পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে।

প্রায় দুই শতাধিক পরিবার পানীয় জলের জন্য এখনও একটি মাত্র রিং কুয়ার উপর নির্ভরশীল বলে জানায় এলাকাবাসী। এলাকার গিরিবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে কিছু জলের সাপ্লাই পয়েন্ট রয়েছে, কিন্তু তাও না থাকার মত। কারন সেগুলো এক দিকে যেমন যথেষ্ট নয় এর পাশাপাশি জলও থাকেনা। গাড়ি করে কিছু কিছু এলাকায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও তা নিয়মিত নয়। ফলে বাধ্য হয়ে কেউ ছড়ার জল, কেউ জমানো জল, আবার কেউবা পাথর চুয়ানো জলের উপর নির্ভর করে থাকেন। রাজ্য সরকারের কোটি টাকা ব্যায়ে হলেও কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় তা সঠিক ভাবে পৌঁছায়নি।

অভিযোগ ডি ডব্লিউ এস দপ্তর থেকে গাড়ি করে যে জল সরবরাহ করা হয় তাও পানের অযোগ্য। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ সেই জলও টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এই সমস্ত এলাকায় পানীয়জলের ব্যবস্থা অতিদ্রুত করা দরকার বলে দাবী স্থানীয়দের।

কারাবন্দি আসামিদের মাধ্যমে ২.৭৮ লক্ষ টাকার রাজস্ব অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ত্রিপুরায় কারাবন্দী আসামীরা কৃষি ও অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের মাধ্যমে ২.৭৮ লক্ষ টাকার রাজস্ব অর্জন করেছেন। যদিও এ বছর রাজস্বের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় এটি ৪৫ হাজার টাকারও বেশি। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে এমনটাই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

এদিনের তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে, কারাবন্দী আসামিরা কৃষি ও অন্যান্য উপকরণ উৎপাদন করে রাজস্ব আয় সৃষ্টি করে চলেছেন। যা গত তিনটি অর্থবছরে সরকারের কোষাগারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২,৩১, ৫৬১.৫০ টাকা, ২০২৩-২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,২২,১১৪ টাকায়, তবে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কিছুটা কমে ২,৭৮,১০৮ টাকা হয়েছে। এই রাজস্ব সরকারি কোষাগারে “হেড অফ অ্যাকাউন্টের অধীনে জমা করা হয়।তাছাড়া, ২০২২ ও ২০২৩ অর্থবছরে কারাগারের কোনো বন্দী মাধ্যমিক বা উচ্চতর পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলেও ২০২৪ সালে গাঁদাচের্রা সাব-ডিভিশনাল জেলের একজন বন্দী মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছেন। যা কারাবন্দী পুনর্বাসনের একটি বিরল সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, আগস্ট ২০২৪ মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে ত্রিপুরার কৃষি খাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ২,০৫, ৫৭৮ জন কৃষক এই বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে মোট ২৯ কোটি ৪৬ লাখ ৫২ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।এক্ষেত্রে ২০ কোটি টাকা ১, ৬০,২২৯ জন কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বাকি ৯ কোটি ৪৬ লাখ ৫২ হাজার টাকা ৪৫,৩৪৯ জন হর্টি ও অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

খোয়াই জেলার ৬,২৩১ হেক্টর জমি প্লাবিত হওয়ার ফলে স্থানীয় কৃষকদের জীবিকা বিপর্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, রিষ্যমুখ এবং পদ্মবিল ব্লকে যথাক্রমে ৩,৭৮৭ এবং ৪২৯ হেক্টর জমির ক্ষতি হয়েছে। ঋষ্যমুখে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা খরিফ ফসলের জন্য ১,০০০ টাকা করে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ঙ্গষ্ক) পেয়েছেন। সাথে শীতকালীন সবজি বীজও প্রদান করা হয়েছে। পদ্মবিলে কৃষকরা একই রকম সহায়তা পেয়েছেন এবং উভয় অঞ্চলের কৃষকদের জমির স্যান্ড, সিল্ট ও গ্রাভেল পরিষ্কারের জন্য ২,৮৮০ টাকা প্রতি কানি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, ২০২৪ সালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে ত্রিপুরার ঝুম চাষিদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মোট ১,০৭৯.৪৪ হেক্টর জমির ঝুম ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, জাতীয় দুর্যোগ সহায়তা তহবিল (ঙ্গঙ্গট্রচ) এর আওতায় আরও সহায়তা প্রদান করা হবে। তাছাড়া,

২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে রাজ্য সরকার আলু ও তরমুজ চাষিদের জন্য বীমা কাভারেজ প্রসারিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মাধ্যমে আরও কৃষক তাদের জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

বাজেটের উপর দশ বিধায়কের আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: আজ বিধানসভা অধিবেশনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পেশ করা ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনায় ট্রেজারি বেঞ্চ এবং বিরোধী দলের ১০ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য মাইলায়ু মগ প্রস্তাবিত বাজেট সমর্থন জানিয়ে বলেন, এই বাজেট জনকল্যাণমুখী। বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব প্রস্তাবিত বাজেট সমর্থন জানিয়ে মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন, শিক্ষা, পর্য্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা উল্লেখ করেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, এই বাজেট জনগণের বাজেট ও ঐতিহাসিক বাজেট। রাজ্যকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা প্রাস্তাবিত বাজেট সমর্থন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন সারা রাজ্যের উন্নয়নে আগামী বছরগুলিতে বাজেটে অর্থসংস্থানের পরিমাণ আরও বাড়বে। বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার কৃষিক্ষেত্র, স্বসহায়ক দল গঠন, এফপিও তৈরী করা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। বাজেট সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, বাজেটে জনগণের উপর কোন কর চাপানো হয়নি। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সমর্থন জানিয়ে বিধায়ক কিশোর বর্মণ বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা প্রস্তাবিত বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে মৎস্যচাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, টিটিএএডিসি”র উন্নয়নে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বাজেট সমর্থন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণ উপকৃত হবেন। বিধায়ক স্বপ্না দাস মজুমদার প্রস্তাবিত বাজেট সমর্থন জানিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের কথা তুলে ধরেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মাহারণী, চাকমাঘাট, মনু ব্যারেজ এর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার আহ্বান জানান।

বিধানসভায় তিনটি বিল গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: রাজ্য বিধানসভায় আজ তিনটি বিল ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়েছে। ”দ্য সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন (ত্রিপুরা অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ২০২৫)” বিলটি সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া পেশ করলে সেটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।

”দ্য ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিস (ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ২০২৫)” বিলটি সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সভায় পেশ করেন। এটিও সভায় ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। এছাড়া ”দ্য ত্রিপুরা এক্সাইজ (ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৫ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের বিদ্যালয়ে হানা নিশিকুটুম্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ৮ কুইন্টাল চাল, গ্যাসের সিলিন্ডার সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। ওই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।প্রসঙ্গত, শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে নেশার রমরমা বানিজ্য চলাতে নেশার করাল গ্রাসে আশক্ত হয়ে পরছে যুবসমাজ। নেশাসামগ্রী ক্রয়ের জন্য শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে চুরি সংগঠিত করে যাচ্ছে নিশিকুটম্বের দল। এরইমধ্যে গতকলা রাতে শান্তিরবাজার মহকুমার মুড়াসিং পাড়ায় অবস্থিত নিশিকুমার মুড়াসিং পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চোরের দল হানা দিয়েছে।জানা গিয়েছে, চোরের দল হানা দিয়ে মিড ডে মিলের জন্য রাখা ১৭ বস্তা অর্থাৎ সারে ৮ কুইন্টাল চাল চুরি করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি পাশ্ববর্তী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র থেকে একটি গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে যায় চোরের দল। আজ সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চুরিকান্ডের বিভিন্নদিকগুলি পরিদর্শন করেন।

উরমাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: উরমাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেহাল দশায় পরিনত হয়ে রয়েছে। গোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র জুড়ে নোংরা আর্বজনার স্তূপ জমে রয়েছে, বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, সরকারি আবাসনগুলোতে এখনো পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত ২০২৩ সালের ৭ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার হাতে উরমাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের জন্য সরকারি কোয়াটার উদ্বোধন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাগলপুর সীমান্ত এলাকায় জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন বিএসএফ’র এডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: আজ ভাগলপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভাগলপুর, নরসিংহড়, বামুটিয়া এবং কালকালিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে ইস্টার্ন কমান্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) রবি গান্ধী একটি মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

সীমান্ত নিরাপত্তা এবং জনকল্যাণের প্রতি বিএসএফের অটল অঙ্গীকারের জন্য গ্রামবাসীরা তাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিএসএফের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে সীমান্তে অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে বলে তারা স্বীকার করেন এবং সংযোগ, সীমান্তবর্তী এলাকায় আলো এবং গেট ব্যবস্থাপনা সহ গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগগুলি মোকাবেলায় বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রশংসা করেন, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। কথোপকথনের সময়, রবি গান্ধী গ্রামবাসীদের উদ্বেগের কথা শোনেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বিএসএফের সহায়তার আশ্বাস দেন। এডিজি গ্রামবাসীদের আরও আশ্বস্ত করেন যে বিএসএফ তাদের সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তাদের সমস্যাগুলি কার্য্যকরভাবে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করবে।

অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, এডিজি আশ্বাস দেন যে বিএসএফ তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার সুযোগগুলি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা শিবির আয়োজন করবে। এছাড়াও, শ্রী রবি গান্ধী যুবকদের বিএসএফ-এ ক্যারিয়ার বিবেচনা করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং নিয়োগের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে সহায়তা করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং দক্ষতা উন্নয়ন শিবির ঘোষণা করেন।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী-সহায়িকা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আইসিডিএস প্রকল্প আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২৬ মার্চ: ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী-সহায়িকা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ গন্ডাছড়ায় ডুম্বুরনগর আইসিডিএস প্রকল্প আধিকারিক এর কাছে আট দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে। দাবি গুলি হল অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের অতিদ্রুত নতুন মোবাইল প্রদান করতে হবে। মোবাইল ইন্টারনেট রিচার্জের টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।প্রত্যেক মাসে বেতনের সহিত মোবাইল ইন্টারনেট রিচার্জের টাকা প্রদান করতে হবে।প্রত্যেক মাসে ফেইস কেপচার এবং কেওয়াইসির মতো কাজের জন্য অতি দ্রুত মোবাইল ইন্টারনেট পরিসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের মোবাইলে দপ্তরের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কিত সঠিক ধারনা না থাকার ফলে নানা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের অতি দ্রুত মোবাইলে দপ্তরের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কিত অতিরিক্ত ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের অন্তর্গত বেশীরভাগ সুবিধা-ভোগীদের মোবাইল এবং আধার লিঙ্ক না থাকার ফলে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পাশাপাশি আধারে যে মোবাইল নম্বর আছে, সেই মোবাইল নম্বর কিছু কিছু ক্ষেত্রে হারানো বা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই ও, টি, পি পাওয়া যাচ্ছে না। ৮০ু অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের মোবাইল অকেজো বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে দপ্তরের বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হচ্ছে।তাই দাবিগুলি বিবেচনা করে অতিদ্রুত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় আগামীদিনে অঙ্গনওয়াড়ীর সকল কর্মী পোষন ট্রেকারের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য থাকবে বলে জানিয়েছে।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসউদ্‌যাপন করা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে।

বুধবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনারের অফিসে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ। উপস্থিত সকলে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে শুরু হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত চলে যা বাংলাদেশে বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আজকের দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেওয়ায় আজকের দিনটি বাংলাদেশ সরকার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের সরকারি হাইকমিশনার মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ বলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাসহ ভারতের অসংখ্য জনগণ আন্দোলনে সামিল হয়ে শহীদ হয়েছেন।ত্রিপুরা ও ভারতের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন বাংলাদেশের সরকারি হাই কমিশনার মোঃ আরিফ আহমেদ বলেন তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলেই বর্তমান বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিধানসভায় আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে বাম বিধায়কদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ : অধ্যক্ষের সংবিধান অবমাননার প্রতিবাদে ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে ডক্টর বি আর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন বাম বিধায়করা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ক্ষমতার অপব্যহার করে পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথকে বাঁচিয়েছেন। জাত পরিচয়ের বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভাঙ্গের প্রস্তাব উথ্বাপন করা হয়েছিল অধ্যক্ষের নিকট। কিন্ত গতকাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখিনি। মন্ত্রী গতকাল রাত ১১ টা পর্য্যন্ত বিধানসভায় ছিলেন, কিছু নথি কারচুপি করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে, আজ, স্পিকার বলেছেন যে তিনি মন্ত্রীর কাছ থেকে আরও একটি স্বাধিকার ভঙ্গনের প্রস্তাব পেয়েছেন। স্পিকার মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করছেন। তাই চলতি বিধানসভা অধিবেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে ত্রিপুরা বিধানসভায় গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে। চলতি বাজেট অধিবেশনে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে শাসক দল বিজেপি। এদিন তিনি অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, পবিত্র বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করছেন অধ্যক্ষ।

নেতার ফার্মে প্রশাসনিক আধিকারিকদের হানা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ মার্চ: ফার্মের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে গ্রামবাসীদের মাঝে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়তে থাকায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। বিশালগড় এসডিএম অফিসের ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস ও টাকারজলা থানার পুলিশ সিপাহিজলা মারাক পাড়া মুরগী ফার্মে হানা দিয়ে পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করেছেন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল, এই ফার্মের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে তাদের বাড়িঘরে মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে গেছে, যা শিশু থেকে বড়দের অসুস্থ করে তুলছে। পরিস্থিতি শোনার পর প্রশাসনের কর্তারা দ্রুত সেখানে পৌঁছান। এদিকে, আরও অভিযোগ উঠে আসে যে, নেতা রতন দেবনাথের পার্টনার প্রনব মারাক গ্রামবাসীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস জানান, ফার্ম কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হবে, যাতে গ্রামবাসীরা মশা-মাছির উপদ্রব থেকে মুক্তি পায়। তিনি আরও বলেন, এলাকার অন্যান্য সমস্যাও সমাধান করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ:আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহার নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেসের সভাপতিগণ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন। সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে এবং রাহুল গান্ধীর সাথে সভায় মিলিত হবেন।

রাজ্যের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে পূরবী ও রিফরমিস্টের বসন্তোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মার্চ : গত তেইশে মার্চ ইতিহাস বিজরিত উদয়পুর পুরাতন রাজবাড়ি প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রাজ্যের অগ্রনী সাংস্কৃতিক সংস্থা পূরবী ও রিফরমিস্ট সোসাইটির আয়োজনে বসন্তোৎসব। রঙে রাঙামাটি শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে পূরবী ও রিফরমিস্ট সোসাইটির অন্তত চারশত শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় চিরাচরিত দোল, হোলি এবং রঙ খেলা সম্পর্কিত রবিঠাকুরের ও অন্যান্য গান ও নৃত্য। বিকাল ৪ টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ৭.৩০ অবধি চলা এই অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পরিবেশনা ছাড়াও অন্যমাত্রা যোগ করে রাজ্যের প্রথিতযশা শিল্পী পারমিতা দাস, মানসী দাস, শ্রীমতী নীতা দেব ও রত্নদীপ রায়ের সমবেত নৃত্য। তাছাড়া ভিন্নস্বাদের পরিবেশনা নিয়ে উপস্থিত ছিল রাজ্যের প্রখ্যাত বাংলা গানের দল মেঘবালিকা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিভাস চন্দ্র রায় চৌধুরী, সাহিত্যিক পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী, সাংবাদিক ও গবেষক স্বপন ভট্টাচার্য্য, বাচিক শিল্পী শ্যামাপ্রসাদ সরকার। তাদের প্রত্যেকের আলোচনাতেই উঠে এসেছে সুস্থ সংস্কৃতির বার্তা এবং সে মর্মে পূরবী, রিফরমিস্ট সোসাইটির অবিরাম প্রয়াসের কথা। পূরবী ও রিফরমিস্ট সোসাইটির পক্ষে সুকান্ত ঘোষ, সংকর্ষণ ঘোষ, দেবাদৃতা রায় ও রত্নদীপ রায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকল অংশের দর্শক শ্রোতা, শিল্পী, মিডিয়া, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও বিদ্যুৎ বিভাগকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas